সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ৪৯-৫০
- বার : সোমবার

- ১৮ সেপ্টেম্বর- ২০২৩ ঈসায়ী
- ০৩ আশ্বিন- ১৪৩০ বাংলা
- ০২ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **দান-সাদাক্বার উপকারিতা**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **চারটি মহৎ গুণ**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
  - ❖ **মৃত্যুর বৃত্তান্ত**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ১৫
  - ❖ **নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু**
    মো. হারুনুর রশিদ- ১৯
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **রাসূলের দরবারে প্রশ্নকারী হিসেবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৪
- **বিশেষ মাসায়িল** ২৫
- **কিশোর ভূবন :**
  - ❖ **সততার দৃষ্টান্ত**
    আবু ফাইয়ায- ২৭
- **কবিতা** ২৮
- **জমঈয়ত সংবাদ** ২৯
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৩১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৩৪
- ☐ **৬৪ বর্ষের সম্পূর্ণ সংখ্যার সূচী** ৩৬

সম্পাদকীয়

নারীর পর্দা : একটি প্রেক্ষিত আলোচনা

মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতে মানুষ অনন্য। সৃষ্টি কৌশল ও নৈপুণ্যের বিচারে তারা অত্যাশ্চর্য। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তার নারী সঙ্গী হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-কে। আর এ দু'জনের মাধ্যমে মানবজাতি সৃষ্টির ধারাবাহিকতা শুরু করেন। মানুষ জাতিগতভাবে সামাজিক। তারা পরস্পরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে যুগল বন্দী বলে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ একে অন্যের সহযোগী। সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মাঝে তেমন কোনো ফারাখ নেই। আর সে কারণেই কর্মক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যগত প্রাকৃতিক স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক দু'টি কারণে পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তার একটি হলো– নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়টি হলো তার ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। পুরুষ যা খাবে তা নারীকে খাওয়াবে এবং যা পরবে তা পরাবে। আর সেটি হতে হবে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ। নারীদের এ অধিকারের বেলায় কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে এটি নিশ্চিত করেছেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায়কালে যে দু'টি অন্তিম অসীয়ত করেছিলেন, তার অন্যতম হলো নারীদের অধিকারের বেলায় সচেতন থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। নারীর সুরক্ষায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সবিশেষ গুরুত্বারোপ যুগযুগ ধরে তাদের অধিকারকে চূড়ান্তরূপে নিশ্চিত করেছে।

ইসলামই একামাত্র দ্বীন, যা নারীকে তার পিতার সম্পত্তিতে, স্বামীর সম্পত্তিতে এবং সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়েছে। প্রাক-ইসলামী যুগে যা চরমভাবে লঙ্ঘিত ছিল। সে সময়ে নারীদের সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে কেবল ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আজকের আধুনিক সভ্যতায় দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত সভ্যতার লেবাসধারী কুরুচিপূর্ণ বিবর্তনের দাবিদার একশ্রেণির লোক প্রাচীন বর্বর যুগের আবির্ভাব ঘটাতে চাচ্ছে। জাহেলী যুগে যেমন সুদনির্ভর অর্থনীতি ছিল, তারা আজ সমাজের মানুষের উপর নিষ্পেষণের সেই পৌরাণিক খড়্গ আবশ্যিকভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং নারীদের তার সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান থেকে নামিয়ে আনার ন্যক্কার চক্রান্ত করছে এবং সরলমতি নারীকে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে পরোক্ষভাবে ভোগ্যপণ্যরূপে গ্রহণ করার হীন প্রয়াশ অব্যাহত রেখেছে।

পর্দা কি শুধু নারীকেই করতে হবে? *না, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। পুরুষকে বলেছে চক্ষু নিম্নগামী করতে এবং নিজ লজ্জাস্থানের সুরক্ষায় যত্নশীল হতে। অনুরূপ নারীকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশনার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে থাকবে নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। নারী কখনো কন্যা, কখনো বধূ, কখনো মা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হবে। সর্বত্র পাবে তারা শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভক্তি ও সম্মান। কিন্তু সভ্যতার লেবাসধারী একশ্রেণির নারীলিপ্সু আমাদের মা-বোনদের পর্দাহীন করে তাদের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। এরা সভ্য সমাজের সদস্য হলেও মূলত এরা অন্ধকার যুগের অসভ্য বর্বর সমাজের উত্তরসূরি। আর আমাদের মা-বোনরা তাদের কথিত নারী স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের সুরক্ষিত গণ্ডি ছিন্ন করে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।*

তারা অবলা-সরলা মা-বোনকে বুঝাতে চায়, শিক্ষকদের কাছে না কি ছাত্রীরা সন্তানতুল্য। অথচ তারা জানে না যে, সন্তান আর সন্তানতুল্য এক কথা নয়; মাঝখানে বেজায় ফাঁক। যদি সন্তানই হবে, তাহলে শিক্ষকের লালসার শিকার হয় কেমন করে একজন ছাত্রী? শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনা তো প্রায়শই শোনা যায়। কেন একজন ছাত্রী তার শিক্ষকের বাসায় গিয়ে অনশন করে, গর্ভজাত সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য? এ সবের পরেও কী আমরা বেহায়ার মতো বলবো– 'শিক্ষক পিতৃতুল্য' বিধায় তার সামনে ছাত্রীদের পর্দা করতে হবে না? এ যেন সভ্যতার খোলসে অসভ্য মানসিকতার লুকোচুরি খেলা। আর যা-ই হোক আমাদের মুসলিম সমাজে এ সবের কোনো স্থান নেই। যে বা যারা এসব রুচিবিবর্জিত কথা বলে থাকে, তারা নারী স্বাধীনতার নামে মা-বোনদের সম্মানহানীর ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত –তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই মানবরূপী হায়েনা হতে সাবধান। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

দান-সাদাক্বার উপকারিতা

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْآ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

সরল অনুবাদ

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১]

শানে নুযুল বা অবতরণের সময়কাল

হাদীসে এসেছে– আসলাম আবূ 'ইমরান আত্ তুজীবী (রাযিয়াল্লাহু-হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোনো এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মোকাবিলা করার উদ্দেশে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ্ ইবনু উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি ব্যূহ ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন– সুবহানাল্লাহ্! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। তখন আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতে এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম (তাহলে ভালো হতো)।

আমাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর প্রতি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আর এ জন্যই আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বাড়িঘর ছেড়ে সব সময় মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে) শাহাদাত বরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[২]

বিষয়বস্তু

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য দান-সাদাক্বাহ্সহ সকল ধরনের সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

শাব্দিক অর্থ

وَ -আর, أَنْفِقُوْا -তোমরা ব্যয় করো, فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -আল্লাহর পথে, وَ -এবং, لَا تُلْقُوْا -তোমরা গ্রহণ করবে না, بِأَيْدِيْكُمْ -নিজের হাত দিয়ে, إِلَى -জন্য, التَّهْلُكَةِ -ধ্বংস, وَ -এবং, أَحْسِنُوْآ -ভালো কাজ করো, إِنَّ -নিশ্চয়, اللهَ يُحِبُّ -আল্লাহ ভালোবাসেন, الْمُحْسِنِيْنَ -পুণ্যবানদের।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

অর্থাৎ- "আর আল্লাহর পথে ব্যয় করো।"

মহান আল্লাহর পথে ব্যয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। হিদায়াত তারাই পাবে যারা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসীরগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যাকাত (ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক ব্যয়) ছাড়াও মুসলিমদের উপর এমন কিছু ব্যয় রয়েছে যা ফর্য। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য নির্ধারিত কোনো নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে ততটুকু খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফর্য। আর

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৫।*

[২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৭২।*

যদি প্রয়োজন না হয় তবে তা ফরয হবে না; বরং নফল হবে। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।[৩]

সচ্ছল ও অসচ্ছল যে কোনো অবস্থাতেই দান করা কল্যাণকর। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে দান করে আর ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে; আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[৪]

পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করাটাও দান তুল্য। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যা জিহাদের জন্য রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের জন্য খরচ করা হয়।[৫]

দান-সাদাক্বার উপকারিতা

দানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে দেওয়া উত্তম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"[৬]

দান হলো একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা বাড়তেই থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো। যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করল। প্রতিটি শীষে রয়েছে একশত দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য তা আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হলেন প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৭]

খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি বস্তু দান করল, তার জন্য সাতশতগুণ সওয়াব লেখা হবে।[৮]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর বান্দারা সকালে যখনই বিছানা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্যজন বলতে থাকে, আল্লাহ! তুমি কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো।[৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফরমান : হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমিও তোমাকে দান করতে থাকব।[১০]

সাদাক্বাদাতা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার ছায়ার নীচে স্থান পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সাত শ্রেণি লোক যাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার নিজের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণির মধ্যে সপ্তমটি হলো– সেই ব্যক্তি, যে এতটা গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কী দান করল।[১১]

দান-সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ.

অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– নবীজি (ﷺ) বলেন :

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ- নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয়।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন–

أَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ.

---

[৩] *তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন।*
[৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- ২/৯৯৪।*
[৬] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৭।*
[৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬১।*
[৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৪/১৬২৫।*
[৯] *সহীহুল বুখারী- ২/১৪৪২।*
[১০] *সহীহুল বুখারী; হাদীসে কুদসী- ৭/৫৩৫২।*
[১১] *সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৭০১।*
[১২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৫৩১৯।*
[১৩] *সহীহাহ্- হা. ৩৪৮৪।*

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার রহমতকে হিসাব করবেন না। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহলে মহান আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় কোনো বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে। যেমন- মুসল্লি, মুজাহিদ, দানশীল ও রোযাদারদেরকে নির্দিষ্ট দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজা দিয়ে আহ্বানই যথেষ্ট)। তবে এমন কেউ কি আছে যাকে সকল দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কা'বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত। তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশি তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ-) সামনের দিকে, পিছনের দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আর যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় সাদাক্বাহ্ করল এবং এই সাদাক্বাই যদি তার শেষ 'আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭] এখানে মহান আল্লাহর চেহারা কামনা করার অর্থ হলো– দিদারে এলাহী, অর্থাৎ- জান্নাতে মহান আল্লাহর চেহারা দর্শন।

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

অর্থাৎ- "এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। এই আয়াতে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো– ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এই প্রসঙ্গে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত : আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা ভালোভাবেই জানি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করার মতোই।

দ্বিতীয় অভিমত : বারা ইবনু 'আযিব ও নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, পাপের কারণে মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।[১৮]

তৃতীয় অভিমত : ইমাম জাসসাস (রহিমাহুল্লাহ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী এই আয়াত থেকে উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

﴿وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

উল্লেখিত আয়াতাংশে ইহসান শব্দটি দিয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইহসান মূলত দুই প্রকার। যথা-

১. 'ইবাদতে ইহসান। আর 'ইবাদতে ইহসান এর ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূল (ﷺ) হাদীসে জিবরীলে এভাবে দিয়েছেন যে, তুমি যখন 'ইবাদত করবে তখন এটা মনে করবে যে, মহান আল্লাহকে তুমি দেখছ। যদি তোমার চিন্তা এই পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে, তাহলে এটা মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

২. দৈনন্দিন কাজকর্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মু'আজ ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ করো অন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ করো। আর নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো না অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করো না।[১৯]

পরিশেষে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। আমরা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের উচিত ইনসাফ ও ইহসানের সঙ্গে যবতীয় কর্ম সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল ভালো কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার তাওফিক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[১৪] *বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৮৬১।*
[১৫] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত- হা. ১৮৯০।*
[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৯০।*
[১৭] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৯৮৫।*
[১৮] *মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৬/৩১৭।*
[১৯] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৪৭।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

চারটি মহৎ গুণ

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যায় তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। (এগুলো হলো) আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং খানা-পিনাতে সতর্কতা অবলম্বন করা।'[২০]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : নাম 'আব্দুল্লাহ, পিতার নাম 'আম্র ইবনুল 'আস। কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ। কেউ বলেন, তাঁর উপনাম আবূ আব্দির রহমান বা আবূ নুসাইর।[২১]

তাঁর নসব নামা হচ্ছে– 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনিল 'আস ইবনু ওয়াইলে ইবনে হাশেম ইবনে সু'আইদ ইবনে সা'দ ইবনে সাহম ইবনে 'আম্র ইবনে হুসাইদ ইবনে কাব ইবনে লুআই ইবনে গালিব আল-কুরশিউ। তাঁর মাতার নাম রাইত্বাহ বিনতু মুনাব্বিহ ইবনু হাজ্জাজ ইবনে 'আমের ইবনে হুযাইফাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে সাহম।[২২]

শারীরিক গঠন : তিনি দীর্ঘদেহী ও সুশ্রী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারান।[২৩]

ইসলাম গ্রহণ : তিনি তাঁর পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ৫ম অথবা ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন আলেম, হাফেয ও আবেদ ব্যক্তি ছিলেন।[২৪]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : প্রিয় রাসূলের পবিত্র জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে পিতা 'আম্র ইবনু 'আস জিহাদের ঝাণ্ডা পুত্র 'আব্দুল্লাহ'র হাতে তুলে দেন।

হাদীস বর্ণনা : তিনি অসাধারণ ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি হাফেযে কুরআন ছিলেন, আরবি ও হিব্রু ভাষায় তাঁর সুনিপুণ দক্ষতা ছিল। আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল। রাসূলুল্লাহ'র হাদীস লিখন ও সংরক্ষণে তিনি অনন্য ভূমিকা রাখেন। 'সাদেকা' নামক তাঁর লিখিত একটি রিসালাহ রয়েছে।[২৫] তিনি ৭০০ হাদীস বর্ণনা করেন।[২৬]

মৃত্যু : ৬৫ হিজরিতে ৭২ বৎসর বয়সে মিসরের ফুসতাত নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। স্বীয় আবাস স্থলে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।[২৭]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে মূল্যবান চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো–

১ম গুণ– আমানত রক্ষা করা : 'আমানত' (الأَمَانَةِ) আরবী শব্দ, যার অর্থ বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা ইত্যাদি। আবুল বাকা আইয়ূব বিন মূসা আল-কাফাবী বলেন,

الأمانة : كل ما افترض على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين.

'আমানত হলো– প্রত্যেক ঐ জিনিস যা বান্দার উপর ফর্য করা হয়েছে। যেমন- সালাত, সিয়াম, যাকাত ও ঋণ পরিশোধ করা।' অন্যত্র তিনি বলেন,

كل ما يؤتمن عليه من أموال وحُرُم وأسرار فهو أمانة.

'আমানত হলো– এমন সম্পদ, নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ও গোপন কথা, যা কারো রক্ষিত থাকে।'[২৮]

আমানতের খিয়ানত করা কবীরা গুনাহ, যা তাওবাহ্ ব্যতীত মাফ হবে না। আর সে খিয়ানত যদি আল্লাহ তা'আলার

---

[২০] *আহমাদ- হা. ৬৩৬৫; আত-তারগিব ওয়াত-তারহীব- ৩/১৬।*

[২১] *তাহযীবুত তাহযীব- হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫/১৯৯৪) ৫/২৯৭; আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম- (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯০), ৩/৬০৪।*

[২২] *আল মুস্তাদরাক- ৩/৬০৪; তাহযীবুত তাহযীব- ৫/২৯৭।*

[২৩] *তাহযীবু সিয়াং আলাম আন-নুবালা- ১/২২৬; আল মুস্তাদরাক- ৩/৬০৪।*

[২৪] *বুলুগুল মারাম- হাজার আসকালানী, (আল-ইরফান, ১৪১৬ /১৯৯৬) পৃ. ১১; মুস্তাদরাক- ৩/৬০৪; সুবুলুস সালাম- ১/৯৬।*

[২৫] *উলুমুল হাদীস- ড. সুবহী সালিহ, পৃ. ১৬।*

[২৬] *আসমাউ সাহাবাতির রুইয়াত আলা লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল আসাদ- ইমাম ইবনু হাযম, (কলিকাতা : তা. বি.) পৃ. ৫; তালকীহু ফুসুমি আহলিল আসার- ইবনুল জাওযী, (দিল্লী : তা. বি.) পৃ. ১৮৪।*

[২৭] *আল মুস্তাদরাক- ৩/৬০৪।*

[২৮] *কিতাবুল কুল্লিয়াত- কাফাবী, পৃ. ১৭৬।*

হক্ব সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন- সালাত আদায় না করা, কাফফারা না দেয়া, রামাযানের সিয়াম পালন না করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর হক্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আদায় করা না হলে তাঁর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর আমানতের খিয়ানত যদি বান্দার কোনো হক্ব সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ আদায় করা। যেমন- গচ্ছিত রাখা কারো সম্পদ, খিয়ানত করলে তা ফেরত দেয়া অথবা তার থেকে মাফ নেওয়া। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

‘যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন দায়িত্ব কোনো অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।’[২৯] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে দাঁড়ান এবং গনীমতের মাল আত্মসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরি বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার করছে। অথবা তার কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ করছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না, আমি তো তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি’।[৩০] হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

‘উবাইদুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি। আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা‘আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৩১] তিনি আরো বলেন,

مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

‘যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোনো কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দরিদ্রবস্থা দূর করার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ না করে, আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্রতা পূরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। একথা শুনে মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পূরণ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেন।’[৩২]

২য় গুণ– সত্য কথা বলা : সত্যবাদীরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে। মহান আল্লাহকে ভয় করা, সঠিক পথে চলা সত্যবাদীদের অন্যতম গুণ। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে ঈমানদারদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহকে ভয় করার কথা বলেছেন আবার সত্যবাদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছেন। সত্যবাদিতার অনুসরণ ও মিথ্যাবাদিতা পরিহার একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে, অপরদিকে সামাজিক জীবনেও এর সুফল পাওয়া যায়। এর ওপরই সমূহ কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত। আল্লাহ তা‘আলা কেবল সত্যবাদী হওয়ার নির্দেশই দান করেননি; বরং সর্বদা সত্যবাদীদের সহযোগিতা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের সাহচর্য লাভ করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[২৯] *সহীহুল বুখারী।*
[৩০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৩১।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২।*
[৩২] *আবূ দাউদ; আত্ তিরমিযী; রিয়াযুস্ সালেহীন- হা. ৬৫৮।*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৩৩] তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا﴾

"হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও। আর যেখান হতেই আমাকে বের করো সত্যতা সহকারেই বের করো। আর তোমার পক্ষ থেকে শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রদান করো।"[৩৪]

মিথ্যা বলা সব পাপাচারের মূল। যে মিথ্যাকে বর্জন করে সে কোনোরূপ পাপই করতে পারে না। মিথ্যাই সব ধরনের অপরাধে উৎসাহ-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। মিথ্যা বলা মুনাফিকের লক্ষণ। মিথ্যা বলে বেচা-কেনাকারীর সাথে বিচার দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না। হাসি-রসিকতা কিংবা স্বাভাবিক অবস্থা- মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই হারাম ও অবৈধ। শিশুদের সাথে খেলাধুলাতেও মিথ্যা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ এটা শিশুদের অন্তরে গেঁথে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিথ্যা বলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"[৩৫]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।'[৩৬]

মিথ্যা বলার পরিণাম খুবই ধ্বংসাত্মক। এর জন্য দুনিয়াতে রয়েছে ধ্বংস আর আখিরাতে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। মিথ্যার কারণে অন্তরে কপটতার সৃষ্টি হয়। মিথ্যা পাপাচার ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যাবাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। মিথ্যার কারণে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই চেহারা বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যায়। বিচার দিবসে মিথ্যাবাদীর চোয়াল চিরে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'ধ্বংস তার জন্য যে লোক হাসানোর জন্য কথা বলে এবং এতে সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।'[৩৭]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক্ব এবং যার মধ্যে এর একটা থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিক্বীর একটা স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করবে। ১. যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে। ২. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ৩. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং ৪. যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন সে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।'[৩৮]

আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা সত্য গ্রহণ করো। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে।'[৩৯] আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই মিথ্যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।'[৪০]

সমাজের একটি সাধারণ প্রবণতা হলো– মা-বাবা ও গুরুজন শিশুকে নানা আশ্বাস ও প্রলোভন দেখান, অঙ্গীকার করেন যেন তারা গুরুজনের কথা শোনে। অথচ এসব অঙ্গীকার না কখনো পূরণ করা হয় এবং না কখনো তা পূরণের প্রয়োজনবোধ করা হয়। এমনকি তাঁরা মনেও রাখেন না কবে কী অঙ্গীকার করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন আশ্বাসকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ এমন কাজে যেমন শিশুর মনে অঙ্গীকার রক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পায়, তেমন তারা আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে গুরুজনের ওপর থেকে। ফলে সাময়িক কিছু সুফল পাওয়া গেলেও শিশুর মানসিক বিকাশে তা স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে ডাকল, এদিকে এসো! (কিছু দেওয়ার জন্য) অতঃপর তা দিলো না, তবে তা মিথ্যা।'[৪১]

একইভাবে নির্দোষ মনে করে মিথ্যা বলা হয় আড্ডা ও বৈঠকিগুলোতে। হাস্যরসের জন্য দেওয়া হয় মিথ্যা উপমা। হাদীসে এমন মিথ্যার ব্যাপারেও কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'অভিশাপ তাদের জন্য যারা কথা বলে এবং মানুষ হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য অভিশাপ! তার জন্য অভিশাপ!!'[৪২] অন্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আমি তার জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করব যে মিথ্যা পরিহার করবে, এমনকি হাসির ছলে বলাটাও।'[৪৩]

---

[৩৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১১৯।*
[৩৪] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৮০।*
[৩৫] *সূরা আন্ নাহ্‌ল : ১০৫।*
[৩৬] *সহীহ মুসলিম।*
[৩৭] *জামে' আত্ তিরমিযী ও সুনান আবূ দাউদ।*
[৩৮] *মুত্তাফাক্ব আলাইহি; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০।*
[৩৯] *ইবনু হিব্বান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব- হা. ৪১৮৬।*
[৪০] *বায়হাক্বী- আস সুনানুল কুবরা, হা. ২০৬১৫।*
[৪১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৮৩৬।*
[৪২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৯০।*
[৪৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০০।*

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানআনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এ হাদীস প্রমাণ করে, মানুষ হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা হারাম। এটি বিশেষ ধারার নিষেধাজ্ঞা। শ্রোতার জন্যও তা শোনা হারাম যদি তারা বুঝতে পারে মিথ্যা বলা হচ্ছে। কেননা তা শোনা মিথ্যারই স্বীকৃতি; বরং তার দায়িত্ব হলো প্রতিবাদ করা এবং আড্ডা পরিহার করা।'[৪৪]

বাহয ইবনু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণিত। তার দাদা বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নিশ্চিত যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।'[৪৫]

সুতরাং হাসির ছলেও মিথ্যা পরিহার করা আবশ্যক।

শায়খ সোলায়মান বিন মুহাম্মদ আল-লুহাইমিদ সত্যবাদী মানুষের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তা হলো–

১. সত্যবাদী শান্ত ও নির্লিপ্ত হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষের মতো তার ভেতর অস্থিরতা কাজ করে না।

২. তারা (সত্য বলার কারণে) পার্থিব স্বার্থ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং পরকালে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও প্রতিদানের প্রত্যাশা করে।

৩. সত্যবাদী অন্যের জন্য নিরাপদ ও উপকারী হয়। কেননা অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় থাকায় তারা ষড়যন্ত্র, মানুষের ক্ষতি ও পাপচিন্তা থেকে বিরত থাকে।

৪. মানুষের প্রশংসা বা তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করে না। এ ব্যাপারে তারা বিমুখ হয়। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কোনো অন্তরে ইখলাস (নিষ্ঠা) ও প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা একত্র হতে পারে না, যেমন আগুন ও পানি একত্র হয় না।'[৪৬]

৩য় গুণ– চরিত্রকে সুন্দর করা : তৃতীয় গুণ হলো– চরিত্রকে সুন্দর করা। মানব জীবনে চরিত্র অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। উত্তম চরিত্র এমন একটি মহৎ গুণ, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেউ উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে কখনোই সক্ষম হয় না। উত্তম চরিত্রের কারণেই মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এমনকি সে সর্বত্র স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে।

আল্লামা জুরজানী আখলাকে হাসানার একটি যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তৎপ্রণীত 'কিতাবুত তা'রীফাত' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন–

'খুলুক বা চরিত্র হচ্ছে আত্মার বদ্ধমূল এমন একটি অবস্থা, যা থেকে কোনো চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই অনায়াসে যাবতীয় কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। আত্মার ঐ অবস্থা থেকে যদি বিবেক-বুদ্ধি ও শরীআতের আলোকে প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রকাশ হয় তবে তাকে আখলাকে হাসানা নামে অভিহিত করা হয়।[৪৭] অর্থাৎ- কোনো মানুষের নিকট থেকে যদি স্বভাবগতভাবে প্রশংসনীয় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তবে তাকে আখলাকে হাসানা বলা হয়। Oxford dictionary-তে বলা হয়েছে– Character is the particular combination of qualities in a person that makes him different from other. It is such a quality which leads a man to be determined and able to bear dificulties.

'চরিত্র হচ্ছে কোনো মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো স্বতন্ত্র গুণাবলীর সমাবেশ, যা মানুষকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। এগুলো এমন কিছু গুণ, যা মানুষকে সংকল্পবদ্ধ হতে ও কঠিন কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে।'

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সচ্চরিত্র হলো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দানশীলতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।'[৪৮]

সচ্চরিত্র ছাড়া ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তির আশা করা যায় না। একমাত্র সৎ স্বভাব দ্বারাই সমাজে শান্তি আনয়ন করা সম্ভব। কেননা, চরিত্রহীন লোক অন্যায়, ব্যভিচার, অত্যাচার, সংঘাত, কলহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। পক্ষান্তরে, সচ্চরিত্রবান লোক নিজ চরিত্রগুণে সমাজ-চরিত্রকেও সংশোধনের চেষ্টা করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। সৎ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ ব্যক্তির জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ গুণে অলংকৃত ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রথম শ্রেণীর বাড়ির শুভ সংবাদ। যেহেতু এই ব্যক্তি এক মহৎ গুণের অধিকারী, আর তা হলো– সৎ চরিত্র ও উত্তম আদর্শ, যা ছিল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিশেষ গুণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[৪৯]

এই মহান চরিত্রই হলো সর্ব উৎকৃষ্ট গুণ, যা মুসলমানদের জন্য জগৎবাসীর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও পরকালে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

---

[৪৪] *সুবুলুস্ সালাম- মুহা. বিন ইসমাঈল আস সানআনি, ২/৬৮৩।*
[৪৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩১৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব- হা. ৪২০৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৮৩৪।*
[৪৬] *আল ইখলাস- ১/৭।*
[৪৭] *কিতাবুত তা'রীফাত- শরীফ 'আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, পৃ. ১০১।*
[৪৮] *মিনহাজুল মুসলিম- আবূ বক্র আল জাযাইরী, পৃ. ১১৫।*
[৪৯] *সূরা আল ক্বালাম : ৪।*

«مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيْءَ».

কিয়ামতের দিন যে সব 'আমল ওজন করা হবে তার মাঝে সবচেয়ে বেশি ওজনী 'আমল হবে সৎ চরিত্র বা উত্তম আদর্শ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট যে অশালীন ও অসৎ চরিত্রবান।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যত্র বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম, যিনি বয়সে বড় এবং স্বভাব-চরিত্রে ভালো।[৫১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না, যার উপর জাহান্নাম হারাম আর জাহান্নাম যার জন্য হারাম? তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মেজায নরম, কোমল স্বভাব, মানুষের সাথে মিশুক এবং সহজ-সরল।[৫২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনিস মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান।'[৫৩]

৪র্থ গুণ– পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন বা হালাল পানাহার : হালাল পানাহার ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত। মু'মিন মাত্রই তার খাদ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। যেভাবেই হোক হারাম উপার্জন করবে যদিও তা পরিমাণে কম হয়। হালাল উপার্জন জান্নাতে প্রবেশের কারণ উল্লেখ করে নবীজি (ﷺ) ঘোষণা করেন,

'যে ব্যক্তি হালাল রিজিক ভক্ষণ করল আর সুন্নাত মতে আমল করল এবং মানুষ তার কষ্ট থেকে নিরাপদ রইল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এ ধরনের লোক বর্তমানে অনেক। তিনি বলেন, আমার পরে তা কয়েক যুগ পাওয়া যাবে।'[৫৪]

অর্থ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এর জন্য প্রয়োজন মেধা, শ্রম ও সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার। জীবন নির্বাহের এ মাধ্যমটিই পেশা হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্ধারিত ফর্‌য 'ইবাদত (যেমন নামায) সম্পন্ন করার পর জীবিকা অন্বেষণে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব নিজেই জীবিকা অর্জনে ব্রতী হয়। রাসূল (ﷺ) নিজের পরিশ্রম লব্দ উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে নিশ্চয় উপার্জনের পন্থা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। এমন উপার্জনকে ইসলাম অবৈধ ঘোষনা করেছে, যাতে প্রতারণা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, জনসাধারণের অকল্যাণ সর্বোপরি জুলুম রয়েছে। দুনিয়ার জীবনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে সুখ সাচ্ছন্দ্য লাভ করলেও পরকালীন জীবনে রয়েছে এর জন্য জবাবদিহিতা ও সুবিচার। সে লক্ষ্যে ইসলাম হালাল উপার্জনের অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে। হালালের আভিধানিক অর্থ হলো– المباح বা বৈধ। পরিভাষায় হালাল হলো– هو المباح الذي انحلت عنه عقد الحظر وأذن الشارع في فعله 'হালাল ঐ বৈধ জিনিস যা নিষেধাজ্ঞার বন্ধন হতে মুক্ত এবং শরিয়ত যে কর্মের প্রতি অনুমোদন দেয়।'[৫৫]

মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম ব্যক্তি হালাল জীবিকা গ্রহণ করবে এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত ফায়সালা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫৬]

সা'ঈদ বিন ইয়াযীদ বলেন, 'পাঁচটি গুণে 'ইল্‌মের পূর্ণতা রয়েছে। আর তা হলো মহান আল্লাহকে চেনা, হক্ব বুঝা, মহান আল্লাহর জন্য ইখলাসপূর্ণ 'আমল করা, সুন্নাহ মোতাবেক 'আমল ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। আর এর একটি নষ্ট হলে 'আমল কবুল হবে না।'[৫৭]

সুফিয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "না জানি তা হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এ আশংকায় আমরা হালাল সম্পদের দশভাগের নয়ভাগ পরিহার করতাম।"

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : তাওবাহ্ করে হালাল উপার্জনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো মানুষের নামায কবুল করেন না, যার উদরে হারাম খাদ্য রয়েছে। ইমাম ওহাব ইবনুল ওয়ারদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি তুমি রাতভর খুঁটির ন্যায় 'ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকো, তবুও তা তোমার কোনো কাজে আসবে না! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিশ্চত হবে যে, তুমি যা খাচ্ছ তা হালাল না হারাম।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে উক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[৫০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯২৫।*
[৫১] *মুসনাদ আহমাদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১০০।*
[৫২] *আহমাদ; আত্ তিরমিযী; মিশকাত- হা. ৫০৮৪।*
[৫৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ২০০৪।*
[৫৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫২০।*
[৫৫] *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবুহাত ফী তালাবির রিয্ক- মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, (রিয়াদ : দারু কুনুয ইশবিলিয়া, প্রথম সংস্করণ-১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.) পৃ. ১১।*
[৫৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬৮।*
[৫৭] *তাফসীরে কুরতুবী- ২/২০৮; সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৬৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।*

প্রবন্ধ

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০৪]

৫. মহান আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পর শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর কওম ছিল পঞ্চম জাতি।

সাধারণত ঈমান আনয়নের পূর্বে 'আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এর প্রমাণ। তবে শুধু দু'টি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর 'আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফ্‌রীর সাথে সাথে তাদের বদ-'আমলেরও নযির ছিল। প্রথম, লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি যাদের কাহিনি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি। যাদের উপর 'আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফ্‌রী ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। মাদইয়ান সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন শু'আইব (আলাইহিস সালাম)। বর্তমান সিরিয়ার মুয়ান নামক স্থানে কওমে শু'আইবের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। মাদইয়ানবাসী পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে পারস্পরিক লেনদেনের সময় ওজনে কমবেশি করে মানুষের হক্ব আত্মসাৎ করত। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরিক স্থাপন করত। এসব পাপে তারা এমনভাবে লিপ্ত ছিল যে, তারা কখনোই উপলব্ধি করত না, তারা অন্যায় করছে বা তারা যা করছে তা গর্হিত কাজ; বরং তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করতে পেরে আনন্দ বোধ করত। এভাবে তারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। শু'আইব (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তারপর তাদেরকে ওজনে কম দেয়ার কুকর্ম ও হীন মানসিকতাকে দূর করার দাওয়াত দিলেন।

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

অর্থ : "হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"[৫৮]

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ : "তোমরা পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না। আজ আমি তোমাদের ভালো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদের ব্যাপারে পরিবেশ নষ্টকারী দ্বীনের আজাবের ভয় পাচ্ছি। হে আমার কৃওম! ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে ওজন পূর্ণরূপে করো। লোকদের জিনিসপত্রে কোনোরূপ ক্ষতি করো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"[৫৯]

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

অর্থ : "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[৬০]

﴿وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾

অর্থ : "হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে বিরোধ তোমাদেরকে যেন কিছুতেই এমন কাজে উদ্বুদ্ধ না করে যাতে তোমাদের উপর এমন বিপদ আসে যেমন বিপদ এসেছিল নূহের জাতির কিংবা হূদের জাতির কিংবা সালিহের জাতির উপর। আর লূতের জাতির অবস্থান তো তোমাদের থেকে মোটেই দূরে নয়।"[৬১]

﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾

অর্থ : "হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করতে থাকি, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কে মিথ্যেবাদী। কাজেই তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।"[৬২]

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৫৮] সূরা হূদ : ৮৫।

[৫৯] সূরা আল আ'রাফ : ৮৪-৮৫।

[৬০] সূরা আল মুত্বাফ্‌ফিফীন : ১-৩।

[৬১] সূরা হূদ : ৮৯।

[৬২] সূরা হূদ : ৯৩।

অবশেষে তারা যখন সীমালঙ্ঘন করে ফেলল, তখন আল্লাহর আযাব এসে গেল। প্রথমে কয়েকদিন তাদের অঞ্চলে ভীষণ গরম পড়ল। গোটা জাতি ছট্‌ফট্ করতে লাগল। অতঃপর কাছের একটি ময়দানের ওপর গাঢ় মেঘমালা দেখা গেল। ময়দানে ছায়া পড়ল। শীতল বাতাস বইতে লাগল। এলাকার সবাই সেই ময়দানে জমায়েত হলো। বলতে লাগল এই মেঘ আমাদের ওপর বৃষ্টি নাজিল করবে। যখন সবাই সেখানে সমবেত হলো, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। সেই বিকট চিৎকার শুনে তাদের অন্তর ফেটে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং নিচের দিকে শুরু হলো ভূমিকম্প। ফলে সবাই সেখানে নাস্তানাবুদ ও ধ্বংস হয়ে গেল। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ﴾

অর্থ : "আমার হুকুম যখন আসলো, তখন আমি আমার দয়ায় শু'আইব আর তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আর যারা যুল্‌ম করেছিল তাদের উপর এক প্রচণ্ড শব্দ আঘাত হানল যার ফলে তারা নিজেদের গৃহে নতজানু হয়ে পড়ে রইল।"[৬৩]

﴿كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ﴾

অর্থ : "(এমনভাবে) যেন তারা সেখানে কোনোদিনই বসবাস করেনি। জেনে রেখ, মাদইয়ানবাসীদেরকে দূরে নিক্ষেপ করা হলো, যেমনভাবে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সামূদজাতিকে।"[৬৪]

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ﴾

অর্থ : "অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজ গৃহে উপুড় অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেল।"[৬৫]

﴿فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ﴾

অর্থ : "কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করল, অতঃপর মহাকম্পন তাদেরকে পাকড়াও করল আর তারা নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল।"[৬৬]

৬. মহান আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে ক্বওমে ফিরআউন অন্যতম। ক্বওমে ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় ফিরআউন ও তার অনুসারীদের মর্মান্তিক বিপর্যয় ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে।

ফেরাউনের জাতি যখন কোনো বিপদআপদের শিকার হত, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট এসে দু'আ প্রার্থনা করত, যাতে তার দু'আয় বালা-মুসিবত কেটে যায়। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আয় তারা বিপদমুক্ত হয়ে ফের আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু একই সময় এই বিপদ হতে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর বানী ইসরাঈলও মুক্ত থাকত, তাদের কোনো ক্ষতি হত না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের দ্বীনের পথে আনার জন্য হুঁশিয়ারীস্বরূপ নানা আযাব-গযব দিয়েছিলেন। এতদ্‌সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায়–

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ﴾

অর্থ : "এবং নিশ্চয় আমি ফেরাউন বংশকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-শস্যহানির দ্বারা ধৃত করেছিলাম, যেন তারা হৃদয়ঙ্গম করে।"[৬৭] একই সূরার ১৩৩ নং আয়াতে তাদের অপরাধ উন্মোচন করে ভিন্নধর্মী শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন। যা একটি জাতিকে বিপর্যস্ত ও অপমান করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ﴾

অর্থ : "অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের বিপদ পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।"[৬৮] হতভাগ্য ক্বওমে ফিরআউন আল্লাহর সাবধান বাণী উপলব্ধি না করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

ফলশ্রুতিতে আল্লাহও ফেরাউনকে পরীক্ষার জন্য নানা আসমানি বালা নাযিল এবং সংশোধিত হওয়ার জন্য বারেবারে সময়ও দিতে থাকেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সেনাবাহিনী, পারিষদবর্গ ও প্রাসাদের জৌলুস ফেরাউনকে উদ্ধত করেছিল। নিজের ক্ষমতার ব্যাপ্তি দেখে নিজেই বিস্মৃত হয়েছিল ফেরাউন। তাই সে নিজেকে প্রভু দাবি করেছিল। তার কাছে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন মূসা ও হারুন (আলাইহিমাস সালাম)। বিনিময়ে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে হত্যা করতে মনস্থির করে ফেরাউন। সদলবলে ফেরাউন একদিন মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে ধাওয়া করে। তিন দিকে ঘেরাও হওয়া মূসার দলের সামনে ছিল

[৬৩] সূরা হূদ : ৯৪।
[৬৪] সূরা হূদ : ৯৫।
[৬৫] সূরা আল আ'রাফ : ৯১।
[৬৬] সূরা আল 'আনক্বাবুত : ৩৭।
[৬৭] সূরা আল আ'রাফ : ১৩০।
[৬৮] সূরা আল আ'রাফ : ১৩৩।

উত্তাল সাগর। আল্লাহর হুকুমে সাগরে পথ সৃষ্টি হয়। নিজের দল নিয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম) এই পথ দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান। কিন্তু সাগরে ডুবে মারা যায় ফেরাউন।[৬৯] আল্লাহর 'আযাব দেখে ফেরাউন তাওবাহ্ করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার তাওবাহ্ গৃহীত হয়নি; আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের মৃত্যু গোটা পৃথিবীবাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে দিয়েছেন। দয়াময় প্রভু তার চূড়ান্ত বিপর্যয় হিসেবে সলিলসমাধি ঘটিয়েছিলেন। অতঃপর অনাগত মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তবুও মানুষ সচেতন হয় না; তাগুতের প্ররোচনায় তাদের দ্বীন বিমুখীনতাকে আরো প্রবল করে তোলে। সামিউম বাছির আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের অপমানকর জীবনলীলা ও মনুষ্যজাতির অবজ্ঞা উদাসীনতা প্রসঙ্গে বলেন–

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾

অর্থ : "আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার। অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে নিশ্চিতই উদাসীন।"[৭০]

যখন ফিরআউন ডুবে মারা গেল, তখন তার মৃত্যুর কথা অনেক মানুষের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাগরকে আদেশ দিলেন, ফলে সাগর তার মৃত লাশকে উপকূলে ফেলে দেয় এবং সকলে তাকে (মৃত) দেখল। প্রসিদ্ধি আছে যে, আজও তার মৃতদেহ মিসরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৭১] তবে মহান আল্লাহই অধিক জানেন।

মহান আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে; অনুসরণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে; তাঁর পাঠানো নবী-রাসূলদের প্রতি। এদের প্রতি নিপতিত অভিশাপ ও অনন্তকালের করুণ ও অমোঘ শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণাভরে বলেন,

﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾

অর্থ : "এ দুনিয়াতেও অভিশাপ তাদের পেছনে ছুটছে আর ক্বিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্টই না সে পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হবে।"[৭২]

এখানে অভিশাপকে পুরস্কার বলা হয়েছে। তাই তাকে অতি নিকৃষ্ট পুরস্কার বলা হয়েছে। যদি ফিরআউন ও তার অনুসারীরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর ঈমান আনত, তবে অবশ্যই ফিরাউনের সমস্ত জাতি ঈমান আনত। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিশালতা ও অনন্ত যুগের পরিসীমা অনির্ণেয়। কতই না জাতির আগমন ও বিলুপ্তি ঘটেছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে অনিঃশেষ ভাবনার দ্বারপ্রান্তে সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾

অর্থ : "এটা ছিল সেই জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলোর মধ্যে কোনো কোনো জনপদ তো বিদ্যমান রয়েছে এবং কোনো কোনোটি নির্মূল হয়ে গেছে।"[৭৩] বিশুদ্ধ হাদীস সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উপস্থাপনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো– নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই অত্যাচারীদেরকে ঢিল দেন। কিন্তু যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন, তখন কোনো সুযোগ দেন না।" অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেছেন।[৭৪]

ফিরআউনের মারাত্মক পরিণতি জগদ্বাসীর জন্য চরম শিক্ষা হতে পারে। স্রষ্টার দেয়া সম্মান ও সম্মতিতে একজন ব্যক্তি প্রসিদ্ধি অর্জন করে। দুঃখজনকভাবে তা প্রাপ্তির পর অকৃতজ্ঞ মানুষ তার খালেককে ভুলে যায়। তা ভুলে গেলে প্রকান্তরে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রদত্ত সম্পদ ও সম্মান হারাতে হয়। পেতে হয় চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। মানুষ কী এখান থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না!? *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৬৯] সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফিরআউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আজও জায়গাটি অপরিবর্তিত আছে। অধুনা জায়গাটি জাবালে ফিরআউন বা ফিরআউন পর্বত নামে পরিচিত। এরই কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফিরআউন। এর অবস্থানস্থল হচ্ছে আবূ জানিমের কয়েক মাইল উত্তরে।

[৭০] সূরা ইউনুস : ৯২।

[৭১] একটি সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় সাগরে নিমজ্জিত থাকার পর তার লাশে কোনো পচন ধরেনি। স্রষ্টার কী অসীম ক্যারিশমা! হালে একটি বিষয় সমগ্রবিশ্ব এভাবে জানে যে, ১৯৯৮ সালে কিংস ভ্যালির থিবিসে দ্বিতীয় রামাসিসের পুত্র ও মহাযাত্রাকালীন ফিরআউনের মমি করা লাশ আবিষ্কার করা হয়। যেখান থেকে কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯০৭ সালের ৮ জুলাই মমিটির আবরণ অপসারণ করা হয়। কয়েকটি জায়গায় কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মমিটি তখনও সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে সেটি গলা থেকে পা পর্যন্ত উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে অবশিষ্ট দেহ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় দর্শকদের দেখার জন্য কায়রো জাদুঘরে রাখা হয়েছে।

[৭২] সূরা হূদ : ৯৯।

[৭৩] সূরা হূদ : ১০০।

[৭৪] সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।

মৃত্যুর বৃত্তান্ত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

[পর্ব– ০৩]

মৃত্যু যন্ত্রণা কত সময় অনুভূত হয় : কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। মৃত্যু যন্ত্রণা মৃতব্যক্তির উপর কবরে অবস্থান করা পর্যন্ত অর্থাৎ- কিয়ামত পর্যন্ত অনুভূত হতে থাকবে। মু'মিনের উপর যতপ্রকার কষ্ট আসে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষা কঠিন। আর কাফেরের উপর যতপ্রকার কষ্ট আসে তার মধ্যে মৃত্যুই সবচেয়ে সহজ। অর্থাৎ- মৃত্যুর পর তার জন্য রয়েছে আরো কঠিন শাস্তি। ওহাব ইবনু মোনাব্বা (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাফেরের সর্বপ্রথম কষ্ট মৃত্যুযন্ত্রণা। আর মু'মিনদের জন্য তা সর্বশেষ কষ্ট।

মৃত্যুর সময় শয়তান যে কারণে পেরেশান হয় : মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে মানুষকে ঈমান রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। সুদৃঢ় ঈমান না থাকলে এবং মহান আল্লাহর রহমত না থাকলে এ সময়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শয়তান তখন খুব পেরেশান হয়, তখন তাকে পথভ্রষ্ট করার সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু সে করে। কারণ শয়তান জানে এটাই তার শেষ সুযোগ (মানে শেষ সময়)। এ সময়ে তাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারলেই সে চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হবে আর শয়তান হবে সফল। তখনও যেন শয়তান সফল হতে না পারে সে জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত থেকে তাকে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর তালক্বীন দাও এবং বেহেশ্তের সুসংবাদ শুনাও। কেননা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীলোকেরাও তখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং শয়তান তার কাছে উপস্থিত হয়ে সুযোগের অন্বেষণে থাকে। আল্লামা কুরতুবী, আবুল হাসান আল-কাবেসীসহ অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। ইবলিস ঐ ব্যক্তির কাছে নিজ সাথীদের লাগিয়ে রাখে। তারা ঐসময়ে তার কাছে আসে এবং দুনিয়ায় তার হিতাকাঙ্ক্ষী লোক (যেমন- তার মৃত মা, বাবা, ভাই-বোন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব) এর আকৃতি ধরে হাযির হয় আর বলে, আমরা আগে মৃত্যুবরণ করেছি আর এখন তুমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছ, তুমি ইহুদি ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো, সেটা মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। যদি সে তা অস্বীকার করে তখন তার কাছে অন্য একদল আসে এবং বলে তুমি খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করো। কেননা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বীনকে রহিত করা হয়েছে। তখন তারা তার কাছে অন্যান্য সকল বাতিল ধর্মের 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ্ করেন। সুতরাং এ সময়ে খুব দৃঢ়তার সাথে ঈমান নিয়ে থাকতে হবে।

মানুষ ও জিন্সহ সকল প্রাণীর মৃত্যু : মানুষ ও জিন্সহ সকল প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾

অর্থ- "সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"[৭৫]

এ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের জন্য প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সে সময়টি চলে এলে তার আর বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। এক মুহূর্তও পূর্ব-পর হবে না। তখনই তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সে সময় চলে আসবে তখন আর মুহূর্ত কালও বিলম্ব কিংবা ত্বরা করা হবে না।"[৭৬]

যথাসময়েই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। পালানোর কোনো পথ নেই। পালিয়ে যেখানেই যাবে, সে নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু তার সেখানেই হবেই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

অর্থ- "তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান করো, তবুও।"[৭৭]

ফেরেশ্তা ও মালাকুল মাউতের মৃত্যু : শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সকল সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে। এমনকি ফেরেশ্তারাও। অবশেষে মৃত্যুর জন্য নিয়োজিত ফেরেশ্তা মালাকুল মউতও।[৭৮]

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[৭৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫।*
[৭৬] *সূরা আল আ'রাফ : ৩৪।*
[৭৭] *সূরা আন্ নিসা : ৭৮।*
[৭৮] *মাজমূ' ফাতাওয়া- ৪/২৫৯, ১৬/৩৪।*

ফেরেশ্‌তাদের মৃত্যু ও এর পরের বিস্তারিত বর্ণনা : কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সপ্তআকাশ ভেঙ্গে দিবেন। সপ্তআকাশে অবস্থানরত ফেরেশ্‌তারা তখন মৃত্যুর দুয়ারে। সকল ফেরেশ্‌তারা একেক করে মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যুবরণ করবে আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণও। অতঃপর নির্দেশ হবে–

مت! جبريل.

অর্থাৎ- জিবরাঈল! মৃত্যুবরণ করো! তারপর বলা হবে–

مت! ميكائيل.

অর্থাৎ- মিকাঈল! মৃত্যুবরণ করো! তখন আল্লাহ তা'আলার প্রেম-ভালোবাসা সুপারিশ করবে। বলবে,

يا الله حماية جبرائيل وميكائيل!

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! জিবরাঈল ও মিকাঈলকে রক্ষা করো! তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঘোষণা করবেন–

اخرس لقد حكمت على الموت لجميع منهم تحت عرشي.

অর্থাৎ- চুপ করো! আমার আরশের নিচে যারা আছে সকলের জন্যই আমি মৃত্যুর ফয়সালা করে দিয়েছি। মৃত্যুবরণ করবে জিবরাঈল ও মিকাঈল। সিঙায় শেষ ফুঁ দিয়ে ইসরাফিলও ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। সিঙার ফুঁৎকারে হাওয়ায় ভাসবে "মহান আরশ"। এ মহান আরশের উপর আছেন আল্লাহ তা'আলা আর নিচে আছে কেবল মালাকুল মউত। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন,

قل من بقي.

অর্থাৎ- বলো কে বাকি আছে? উত্তরে তিনি বলবেন, উপরে তুমি আছো, আর নিচে তোমার গোলাম। এবার আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করবেন–

موت! ملك الموت.

অর্থাৎ- মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তুমিও মরে যাও। এতদিন পর্যন্ত যে সকলের 'রুহ্' কবজ করে ফিরতো আজ সে নিজেই নিজের প্রাণ হরণ করবে। এ সময়ে সে এমনভাবে চিৎকার করবে যদি মানুষ বেঁচে থাকতো তাহলে মালাকুল মাউতের সে চিৎকার শুনে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে তৎক্ষণাৎ সকলে মারা যেত। আজ কেউ নেই। কারো কান্না শুনার বা কারো জন্য কান্না করারও কেউ নেই। শুধু আল্লাহ তা'আলাই আছেন তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তখন ঘোষণা করবেন, আমার কোনো শরিক আছে কি যে আমার মোকাবিলা করবে? তিনি তিনবার এ ঘোষণা দিবেন। বলবেন, আমার কোনো প্রতিপক্ষ থাকলে সামনে এসো! অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে নত করে দিয়ে ঘোষণা করবেন, আমিই কুদ্দুস, সালাম ও মু'মিন। পুনরায় ঝাঁকুনি দিয়ে একই বাণী উচ্চারণ করবেন। তৃতীয়বারে উচ্চারণ করবেন, আমিই মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। তারপর বলবেন, আজ রাজারা কোথায়? জালেমরা আজ কোথায়? অহঙ্কারীরা আজ কোথায়? আজ বাদশাহ্ কে? নিরব-নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো জবাব নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলবেন,

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

অর্থাৎ- "আজ রাজত্ব কার? পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই নিরঙ্কুশ রাজত্ব।"[৭৯]

মৃত্যুর যেভাবে মৃত্যু হবে : আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন "মৃত্যু"-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা'আত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর উভয়দলকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? তারা সবাই বলবে– হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা "মৃত্যু" যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর জবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।[৮০]

যে সকল পাপের কারণে মৃত্যু যন্ত্রণা বেশি হয় : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দানকারী এবং তাঁকে অস্বীকারকারী কাফেরদের মৃত্যু যন্ত্রণা বেশি হয়ে

[৭৯] *সূরা আল মু'মিন : ১৬।*

[৮০] *আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : ৩৬/জান্নাতের বিবরণ, অনুচ্ছেদ : ২০/জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান, হা. ২৫৫৭।*

থাকে। আর যারা অহংকারবশতঃ মহান আল্লাহর আয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকেও মৃত্যুর সময় কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। যখন তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয় তখন ফেরেশ্তারা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, জাহান্নাম, গরম পানি এবং মহান আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে ফিরতে থাকবে। সেই সময়ে ফেরেশ্তারা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন। যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসে। আর তারা বলবেন, নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তিস্বরূপ আজকে তোমাদেরকে অপমানজনক আজাব প্রদান করা হবে।[৮১]

ইমাম কাযবীনী বলেন, যে সকল পাপের কারণে মৃত্যু যন্ত্রণা অধিক হয় তন্মধ্যে প্রধান হলো দু'টি। যথা- **এক.** বিদআত করা। বিদআত হলো– নেকীর আশায় ইবাদত মনে করে এমন আমল করা যা ইসলামী শরিয়তে নেই। এ রকম বহু আমল আমাদের সমাজে বর্তমান রয়েছে। যেগুলো আমরা করি নাজাতের আশায় অথচ সে আমলগুলো করার কারণেই মৃত্যু যন্ত্রণা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। **দুই.** পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তির কারণে ঈমানের দুর্বলতা। এইটিও যার মধ্যে থাকে তার মৃত্যু যন্ত্রণা কঠিন হয়। আমাদের পূর্বসূরী পুণ্যবান লোকেরা এ ধরনের খারাপ মৃত্যু ও মৃত্যু যন্ত্রণার আশংকায় পেরেশান থাকতেন। তাছাড়া যাদের চাওয়া-পাওয়া শুধু দুনিয়া নিয়েই, যাদের কাছে পাপের কাজ ভালো লাগে, যারা পাপ করতেই থাকে তাওবাহ্ করার ইচ্ছাও রাখে না, যারা আত্মহত্যা করে আর যারা লোক দেখানোর মনোভাব নিয়ে ভালো কাজ করে তাদেরও মৃত্যু যন্ত্রণা খুব কঠিন হয়।

মৃত্যু-যন্ত্রণা উপেক্ষা করে যে হেসেছে : পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ফিরআউন। তার স্ত্রী আসিয়া বিনতু মুযাহীম মহান আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই ফিরআউন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ-স্ত্রী আসিয়ার উপর চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন। তাঁকে প্রখর রোদে মরুর উত্তপ্ত বালুর উপর শুয়িয়ে হাতে-পায়ে পেরেক মেরে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। কিন্তু আসিয়া এত নির্যাতনের পরেও ঈমান থেকে একচুল বিচ্ছুত হননি; বরং তাঁর ঈমান যেন আরো সুদৃঢ় হয়েছে। তারা চেয়েছিল এভাবে নির্যাতন করে করে আসিয়াকে হত্যা করতে। আর আসিয়া ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল এই বলে–

﴿رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾

অর্থাৎ- "হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও।"[৮২]

আল্লাহ তাঁর এ দু'আ কবুল করেন এবং তার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি প্রখর করে তাঁকে জান্নাতে তাঁর জন্য নির্মিত ঘর দেখিয়ে দেন। তা দেখে তিনি হেসে উঠেন। ঠিক এ সময়ে তাঁর কাছে ফিরআউন এসে তাঁর মুখে হাসি দেখতে পায়। তখন ফিরআউন তার লোকজনকে বলে, হে লোকসকল! তোমরা কি বিস্ময়বোধ করছো না যে, এরূপ কঠিন শাস্তির অবস্থাতেও এই মহিলা হাসছে! নিশ্চয়ই এর মাথা খারাপ হয়েছে। তা না হলে কি এরূপ কঠিন মুহূর্তে কেউ হাসতে পারে? হ্যাঁ, পেরেছে তো। সে তো পেরেছে। আর তাঁর তো মাথা খারাপও হয়নি। সে পেরেছে কারণ– সে মুহূর্তে তাঁকে দেখানো হয়েছে জান্নাতে নির্মিত তাঁর বাসস্থান।[৮৩] এ সময়ে ফিরআউনের শাস্তি কিংবা মৃত্যুযন্ত্রণা কোনোটাই তাঁকে কাবু করতে পারছে না। ঐ অবস্থায় মৃত্যু যন্ত্রণা উপেক্ষা করে হাসতে হাসতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি : জীবন, সে কয়েকটি চোখের পলকের নাম। অর্থাৎ- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালই জীবন। তাই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মু'মিন মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেবে। নবী (ﷺ) বলেন–

اَغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

অর্থাৎ- তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের পূর্বে গনিমত (সম্পদ) মনে করো। ১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, ২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ৩) সচ্ছলতাকে

[৮১] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- সূরা আল আন'আম-এর ৯৩ নং আয়াত ও এ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

[৮২] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ১১।*

[৮৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ১৭তম খণ্ড, ৫৮০ পৃ.।*

অভাবের পূর্বে, ৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, ৫) জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে।[৮৪] সুতরাং চলুন! জীবন থাকতেই আমরা মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করি। নিম্নে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর পূর্ব-প্রস্তুতি বর্ণনা করা হলো–

এক. মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা : প্রত্যেকেরই উচিত মৃত্যুর জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকা। প্রতিটা মুহূর্তে নিজেকে মহান স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসেবে তৈরি করা। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[৮৫]

দুই. ধৈর্য্য ধারণ করা : মৃত্যু তো সকলের জীবনেই আসবে এতে আতংকিত হওয়ার কিছু নেই; বরং ধৈর্য ধারণ করে মহান স্রষ্টার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফল হতে পারো।"[৮৬]

তিন. ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা : আপনি যদি মহান আল্লাহকে রব হিসেবে মানার পর তার উপর সুদৃঢ় থাকতে পারেন তাহলে দুশ্চিন্তার ও ভয়ের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব (পালনকর্তা) আল্লাহ অতঃপর এ কথার উপর সুদৃঢ় থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শুনো।"[৮৭]

চার. লা- ইলাহা'র জ্ঞান রাখা : যারা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কি বুঝবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে, এমন মানুষদের মৃত্যুতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা তারা জান্নাত লাভে ধন্য হবে। হাদীসে এসেছে–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা গেল যে, সে জানে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৮]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমূর্ষ ব্যক্তিকে তালক্বীন দেওয়ার (অর্থাৎ- তার কাছে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠের) নির্দেশ দিয়েছেন। একজনের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (ﷺ) বলেন, সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং যার আমল নেক হয়েছে। তিনি আরো বলেন সর্বোত্তম 'আমল হলো– তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন যিক্‌ররত থাকবে। সুতরাং মৃত্যুর সময়ে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠের (যিকিরের) চেষ্টা করুন। এতেই কল্যাণ!

পাঁচ. সারাক্ষণ পবিত্র অবস্থায় থাকা ও 'ইবাদতে লেগে থাকার চেষ্টা করা : সবসময় ওযূ অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন! কেননা, আপনি জানেন না আপনার জীবনে কখন মালাকুল মউত চলে আসবে? জীবনের কোন মুহূর্তে কি ঘটবে? সুতরাং সর্বাবস্থায় পবিত্র শরীর ও মন নিয়ে থাকুন। এটিই উত্তম। এভাবে থাকার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে– নবীজি (ﷺ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, হে বৎস! সম্ভব হলে সবসময়ে ওযূ অবস্থায় থাকো। কেননা, মালাকুল মাউত ওযূ অবস্থায় যার 'রুহ্' কবজ করেন তার শাহাদাতের মর্যাদা নসীব হয়।[৮৯] শুধু তাই নয়, সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকার সাতটি ফযীলত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– ওযূ অবস্থায় মৃত্যু হলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা কম হয়।

আসুন! প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও এই অমোঘ নিয়তি "মৃত্যুর" কথা মনে করি। আর এখন থেকেই নিজেকে একটু একটু করে প্রস্তুত করি অনন্ত কালের যাত্রায়... ... ... *[সমাপ্ত]*

---

[৮৪] *মুস্তাদরাকে হাকিম- হা. ৭৮৪৬।*
[৮৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০২।*
[৮৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২০০।*
[৮৭] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৩০।*
[৮৮] *সহীহ মুসলিম- পর্ব : ১/ঈমান, অধ্যায় : ১০/যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর ইন্তিকাল করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে-এর প্রমাণ, হা. ৪৩।*
[৮৯] *শু'আবুল ঈমান, বায়হাক্বী- হা. ২৭৮৩।*

নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু

–মো. হারুনুর রশিদ★

[পর্ব- ০৩]

নফস থেকে বাঁচার ৫ম 'আমল : মহান আল্লাহর যিক্‌র করা ও কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা। এর মাধ্যমে অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

অর্থ : "ঈমানদার তারাই যারা এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে।"[৯০]

সুতরাং মুজাহিদীনের অন্তরের খোরাক হলো– কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ও দৈনন্দিনের আযকার। আমরা সবাই অবশ্যই এগুলো পালন করার চেষ্টা করবো ইন্‌শা-আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে নূরের সৃষ্টি হবে। আমি এখানে আমাদের পরিচিত এক ভাইয়ের একটা উক্তি স্মরণ করতে চাই, তিনি বলেছিলেন যে, তিনি যখন ঘরে বসে থাকতেন তখন তার সূরা খুব সহজে মুখস্থ হতো না। তিনি যখন মহান আল্লাহর রাস্তায় হিজরতের জন্য বের হোন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কুরআনকে সহজ করে দেন।

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের উপর পরীক্ষা আসবেই। হয়ত আমরা কেও বন্দি হবো, কেও নির্যাতনের শিকার হব, মহান আল্লাহর অবশ্যই পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের থেকে বাছাই করবেন, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা না করুক আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভাইকে কারাগারে যেতে হয়, সেই অন্ধকার প্রকোষ্টে। তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমরা কিভাবে সময় কাটাব? যদি আমাদের রাখা হয় নির্জনে। যেখানে কোনো ভিজিটর থাকবে না, কথা বলার মতো কেও থাকবে না, তখন আমরা কার সাথে কথা বলব? তবে কি আমরা পালিয়ে যাব? জেলের চার দেয়াল থেকে? এর খুব সহজ একটা উপায় হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদের সাথে কথা বলছেন, আমাদের জন্য নিদর্শন রেখেছেন, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ আমাদের কী করতে হবে, কখন করতে হবে, কীভাবে আগাতে হবে, এসবের উত্তর আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, হয়ত এমনো হবে, এর অর্থ আপনার আগে জানা ছিল, কিন্তু এভাবে কখনো চিন্তা করেননি, কাজেই আমরা কুরআনের প্রতি বেশি জোর দিই, খুব বেশি জোর দিই, কারো তাজবিদে কমজোরি থাকলে শিখে নেই।

আমরা ছোট ছোট সূরাহ্‌গুলো হিফজ করার চেষ্টা করি, এরপর রাতে উঠে যাই, ক্বিয়ামুল লাইলে তিলাওয়াত করি, ইন্‌শা-আল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের অন্তর প্রশান্ত করবেন। কারণ এখন আমাদের হাতে যে সময় রয়েছে পরে হয়ত সেটা পাবো না। আর যদি আপনার কুরআন শুদ্ধ না হয় তাহলে আপনি সালাতেও সূখুন পাবেন না। কাজেই এটা আমাদের জন্য খুব দরকারি একটা বিষয়, সামনে রামাযান আসছে। আল্লাহু আ'লাম এইবার হয়ত আমাদের তারাবিহ মিস যাবে, এর চাইতে কষ্টের আর কি হতে পারে? আমরা কুরআনের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এটা যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ইচ্ছা করলেই আপনি এখন সালাতে সুমুধুর তিলাওয়াত শুনতে পাবেন না, অথচ আমরা কত গাফিলতি করেছি, কুরআনের হক্ব নষ্ট করেছি। ভাই আমরা সেগুলোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্-ইস্তেগফার করি। যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না করেন। সেই সাথে আমরা চেষ্টা করি রামাযানে যে এবার কুরআন তাফসীরসহ খতম দিতে পারি। এখন থেকে শুরু করলে আশা করা যায় সম্ভব ইন্‌শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুক –আমীন।

আমরা নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পাঁচটি আমলের কথা আলোচনা করেছি। 'আমলগুলো সংক্ষেপে আবার বলছি–

(১) বেশি বেশি ইস্তিগফার করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

★ *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।*

[৯০] *সূরা আল আনফাল : ২।*

(২) সব সময় মহান আল্লাহকে ভয় করা ও সাদিকীন তথা সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ করা।

(৩) সর্বদা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন –এ মানসিকতা অন্তরে বদ্ধমূল রাখা, বিশেষ করে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে।

(৪) যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু আসতে পারে –এ বিশ্বাস অন্তরে মজবুত রাখা। গুনাহের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কী ভয়াবহ পরিণতি হবে? –এ ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা।

(৫) মহান আল্লাহর যিক্‌র ও কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা, এর মাধ্যমে অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে এবং ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

এই 'আমলগুলো করার দ্বারা আমরা আশা করতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নফসের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন এবং আমাদের অন্তরকে পবিত্র করে দিবেন। তবে আমরা কখনোই এই দাবি করতে পারবো না যে, আমরা ত্রুটিমুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের অন্তর পূত-পবিত্র হয়ে গেছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত দ্বারা এটা করতে নিষেধ করেছেন,

﴿فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾

অর্থ : "অতএব তোমরা নিজের প্রশংসা করো না বা নিজেকে পবিত্র মনে করো না। তিনি ভালো করেই জানেন, (তোমাদের মধ্যে) কে তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।"[৯১]

এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়, এটা শয়তানের অন্যতম একটা ধোঁকা। যে আপনাকে আপনার 'ইবাদতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে ফেলবে। নিজেকে বুযুর্গ ভাবানো শুরু করবে। নাঊযুবিল্লাহ এটা খুব ভয়াবহ ব্যাপার, কারণ এর থেকে আপনার মনে রোগ তৈরি হবে, আস্তে আস্তে আপনার 'ইবাদত কমে যাবে, আপনার অন্যকে ছোট মনে হবে। আমরা সব সময় এটা স্মরণে রাখব যে, আমি হিদায়াত পেয়ে গেছি এর মানে এই না যে, আমি আজীবন হিদায়েতের উপর অটল থাকব; বরং আমি সব সময় মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করব, এই আশংকা করবো যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নারাজ হয়ে গেলে।

আমি বরবাদ হয়ে যাব। এই যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? এটা কার অনুগ্রহ? আমদের কি কোনো কৃতিত্ব আছে? যে নিজেকে পূত-পবিত্র ভাবা ইয়াহুদিদের চরিত্র। দলিল, আল্লাহ তা'আলা সূরা আন্ নিসা'র এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

অর্থ : "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ আল্লাহ যাকে (পবিত্র করার) ইচ্ছা করেন (একমাত্র) তাকেই পবিত্র করেন? বস্তুতঃ তাদের উপর সুতা পরিমাণও অন্যায় হবে না।"[৯২]

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কারও জন্যই নিজেকে পূত-পবিত্র বলে দাবি করা বৈধ নয়। এটি বৈধ না হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে–

১ম কারণ : অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবির বা অহংকার ও অহমিকা। কাজেই এই নিষিদ্ধতা মূলত কিবিরের কারণেই।

সুতরাং নিজেকে পূত পবিত্র মনে করা জায়িয নেই। কারণ এর থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। আর অহংকার শুধু মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য। অন্তরে বিন্দু মাত্র অহংকার থাকলে সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। কাজেই এই অহংকার যেন আমাদেরকে না পেয়ে বসে। অহংকার এর মূলত চারটা ধাপ আছে। আমরা এটাকে একটা চারাগাছের সাথে তুলনা করতে পারি।

প্রথম ধাপ হচ্ছে– ওজব : অর্থাৎ- এটা হচ্ছে অহংকারের বিজ। এখনে প্রশ্ন হচ্ছে– কিভাবে বুঝব এই বিজ আমার অন্তরে আছে?

এর উপায় হচ্ছে– যদি আপনার অন্তর প্রশংসা পেতে যায়। কোনো ভালো কাজ করেছেন, আপনার অন্তর চাচ্ছে কেউ আপনাকে প্রশংসা করুক। তাহলে বুঝে নেবেন আপনার অন্তরে অহংকারের বিজ বপন হয়েছে। আপনি যে এই কাজটা করছেন, যেটা করার ক্ষমতা কে আপনাকে দিয়েছে? আপনি সুন্দর লিখতে পারেন। তিলাওয়াত করতে পারেন, রান্না করতে পারেন। এই ক্ষমতা কি আপনি নিজে অর্জন করেছেন? নাকি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ?

এখন অহংকারের ২য় স্তর হচ্ছে– কিবির : বিজ থেকে চারা গাছে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এই পর্যায়ে এসে। এই পর্যায়ে এসে আপনি নিজেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য মনে করবেন। মুখে প্রকাশ করবেন। অন্তরে আর রাখবেন না, যেমন ধরেন- আপনি ভালো নাশিদ গান। আপনি মানুষের প্রশংসা

[৯১] *সূরা আন্ নাজম : ৩২।*

[৯২] *সূরা আন্ নিসা : ৪৯।*

পাবার জন্য গাইবেন। মানুষ যেন আপনার প্রশংসা করে সেটা চাইবেন, আপনার নামের পাশে যেন ভারি ভারি লকব লাগানো হয়, যেমন- কোকিল কণ্ঠ, এসব আপনি চাইবেন।

৩য় পর্যায়ের অহংকার হচ্ছে– তাকাব্বুর : আপনার একটা গুণ আছে, অন্যের সেটা নেই। এজন্য আপনি তাকে ছোট ভাববেন। আপনি কোন বিষয়ে ভালো দক্ষতা রাখেন, কেউ সামান্য ব্যাপারগুলোও বুঝে না, তাকে আপনি ছোট ভাবেন। এটা হলে বুঝবেন আপনার অন্তরে অহংকারের গাছ বড় হয়ে গেছে।

আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে– ইস্তেগফার : ক্ষমতার দাপটে এখন সে মানুষ কে মানুষ ভাবে না। সব জায়গায় মানুষ তার জয় জয়কার করুক। এটা চায়। না হলে সে রেগে যায়। তার নামে যে স্লোগান দেয়া হয়, তাকে বড় পদ দেয়া হয়। এসব রোগ হচ্ছে আলামত।

এসব রোগ এর লক্ষণ দেখা দিলেই আমাদের দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে, তা না হলে এর থেকে শির্কের পর্যায়েও যেতে পারে। ফিরআউন, এরপর মক্কার কাফেররা এই অহংকারের কারণে হক গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করব। যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন, অংকারের ছিটে ফোঁটাও যেন না থাকে।

সব সময় মনে করব আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দিয়েছেন বলেই আমি পারি। আমার ধন সম্পদ, আমার স্কিল, আমার সৌন্দর্য সব, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অনুগ্রহ, এসবের জন্য আমি কিভাবে অহংকার করতে পারি?

২য় কারণ : শেষ পরিণতি সম্পর্কে একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন যে, তা ভালো হবে, নাকি মন্দ হবে। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাভীতির পরিপন্থি। একটি হাদীসে এসেছে– সালামাহ্ বিনতু যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল বাররাহ (যার অর্থ পাপমুক্ত) কাজেই আমি তা-ই বললাম। তখন তিনি বললেন,

"لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ".

অর্থ : তোমরা নিজেকে পাপমুক্ত বলো না। কারণ, একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র-পাপমুক্ত। এরপর তিনি বাররাহ নামটির পরিবর্তে যয়নব রেখে দেন।[৯৩]

চিন্তা করি শুধু নামের কারণে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই কথা বলেছেন, আর আমরা যারা অল্প কিছু ফর্‌য 'আমল করেই নিজেদের বুজুর্গ ভাবি তাদের কি হালাত হবে? আচ্ছা কেউ কি 'আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছেন তার শোকর কি আমরা আদায় করে শেষ করতে পারব? আমরা যেখানে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করেই শেষ করতে পারব না, সেখানে নিজেকে কিভাবে এমন মনে করব? আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের গোপন গুনাহগুলো প্রকাশ করে দেন, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে একবার ভাবি? যেসব মানুষ আমাদের দ্বীনি ভাই ভাবেন, যারা আমাদের থেকে নাসিহাহ নেয়, তাদের সামনে আমরা আর যেতেই পারব না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন গুনাহ ঢেকে রেখেছেন। এটাও মহান আল্লাহর একটা রহমত। কাজেই আমাদের উচিত বেশি বেশি এই রহমতের শোকরিয়া আদায় করা, নফল 'ইবাদত বেশি বেশি করা এবং একাকিত্বে মহান আল্লাহকে ভয় করা। কারণ এখন একাকি গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, এক সময় না এক সময় তা প্রকাশ পাবেই, সেটা হোক দুনিয়ায় কিংবা, ইয়ামুল কিয়ামাতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুক –আমীন।

৩য় কারণ : অধিকাংশ সময় এ ধরণের দাবি করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, সে মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সে মুক্ত। অথচ এটি কখনোই হতে পারে না। কারণ, সবার মধ্যেই অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। এই তিনটি কারণে নিজের প্রশংসা করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, এখানে একটি কথা আছে, তা হলো– যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে তাহলে শুধু মহান আল্লাহর নিয়ামত।

নফসের সংঘাত : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন–

﴿وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"এবং যেসব লোক আমার জন্য চেষ্টা করবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পৌঁছিয়ে দেবো এবং

[৯৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ৭/৪৬৩; তাফসীরে মাযহারী।*

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।"[৯৪]

আল্লামা নববী (রাহিমাহুল্লাহ) সম্মুখে একটি নতুন অধ্যায় বলেছেন, "মুজাহাদা'র শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। 'জিহাদ' শব্দটিও এ থেকে উদগত। কারণ আরবি ভাষায় 'জিহাদ' শব্দের (সরাসরি) অর্থ লড়াই করা নয়; বরং পরিশ্রম করা, চেষ্টা করা। 'মুজাহাদা' শব্দের অর্থও চেষ্টা করা। কুরআন, সুন্নাহ ও সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় নিজের আমল-আখলাক সঠিক করা, গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নফসকে ভুল পথে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করাকে মুজাহাদা বলা হয়। হাদীস শরীফে নবী কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

"প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।"[৯৫]

রণাঙ্গনে শত্রুর সাথে লড়াই করাও জিহাদ। কিন্তু প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের নফসের সাথে এভাবে জিহাদ করে যে, নফসের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা একদিকে আহ্বান করছে আর সে সেগুলোকে পদদলিত করে অন্য পথ অবলম্বন করছে, এর নাম মুজাহাদা। তাই যে কোনো ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে চাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইবে, তাকেই মুজাহাদা করতে হবে। অর্থাৎ- চেষ্টা-পরিশ্রম করে নিজের নফসের চাহিদা ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং কষ্ট করে আমল করতে হবে। যে কোনোভাবে নাম 'মুজাহাদা'।

মানুষের নফস স্বাদে অভ্যস্ত : যেই শক্তি মানুষকে কোনো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাকে নফস বলা হয়। আমাদের নফস জাগতিক স্বাদে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এ কারণে যে কাজে সে বাহ্যিক স্বাদ উপভোগ করে, সেদিকে সে দৌড়ায়। ভোগ বিলাসিতার দিকে মানুষকে ধাবিত করা তার স্বভাব। সে মানুষকে বলে যে, এ কাজটি করো তাহলে মজা পাবে, এ কাজটি করো তাহলে স্বাদ পাবে। এজন্য নফস মানুষের অন্তরে কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি নিজের নফসকে বল্গাহীন ছেড়ে দেয়, স্বাদ উপভোগের যে কোনো চাহিদার উপর 'আমল করতে থাকে এবং নফসের সব কথা মানতে থাকে। তাহলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুতে পরিণত হয়ে যায়।

নফস এবং মহান আল্লাহর 'ইবাদত : মানুষের নফস স্বাদ চায়। স্বাদ ও ভোগ-বিলাসিতা নফসের খাদ্য। কিন্তু স্বাদের নির্দিষ্ট কোনো রূপ তার কাম্য নয় যে, এ ধরনের চাই, আর এ ধরনের স্বাদ চাই না। তার কেবল স্বাদ চাই। এখন কেউ যদি তাকে খারাপ স্বাদে অভ্যস্ত করে, খারাপ ভোগ-উপভোগে অভ্যস্ত করে। একবার তাকে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত ও ইতাআতের স্বাদে পরিচিত করো। আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুপাতে জীবনযাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত করো। তাহলে এই নফস্ তাতেই মজা ও স্বাদ উপভোগ করতে থাকবে।

প্রবৃত্তির চাহিদার মধ্যে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নেই : প্রবৃত্তির চাহিদা এমন যে, তার আনুগত্য করতে থাকলে, তার অনুসরণ করতে থাকলে এবং তার কথা মানতে থাকলে কোনো পর্যায়ে গিয়ে তৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না। মানুষের প্রবৃত্তি কখনো বলবে না যে, আমার সব চাহিদা পূরণ হয়েছে এখন আর কোনো চাহিদা নেই। এটা সারাজীবনে কখনো হবে না। কারণ, কোনো মানুষের সমস্ত চাহিদা ইহজীবনে পুরা হতে পারে না। এর মাধ্যমে কখনোই তৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না। কোনো মানুষ যদি চায় যে, আমি নফসের সব চাহিদার উপর কাজ করবো, সব বাসনা পুরা করবো তাহলে কখনোই ঐ ব্যক্তির তৃপ্তি ও স্থিরতা লাভ হবে না। কারণ নফসের বৈশিষ্ট্য হলো, একবার স্বাদ ভোগ করার পর, একটা মজা হাসিল করার পর সাথে সাথে আরেক স্বাদের দিকে অগ্রসর হয়। এজন্য আপনি যদি চান নফসের চাহিদার পিছনে চলে শান্তি অর্জন করবেন তাহলে সারাজীবনে কখনো শান্তি লাভ করতে পারবেন না। পরীক্ষা করে দেখুন।

পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের ঢল : পাশ্চাত্য সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরে জৈবিক চাহিদা পুরা করতে চাইলে কোনো বাধা নেই। কেউ ঠেকাবে না। নবী কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যভিচার এতে ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তি সে হবে, চৌরাস্তার মোড়ে দুই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে যে বলবে গাছের আড়ালে গিয়ে করো। সে তাদেকে ব্যভিচার করতে নিষেধ করবে না। বলবে না যে, এটা মন্দ কাজ; বরং সে বলবে যে, সবার সম্মুখে না করে গাছের আড়ালে গিয়ে করো। এ ব্যক্তি হবে সবচেয়ে নেককার।

আজ সেই যুগ প্রায় চলে এসেছে। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড় খোলামেলাভাবে ব্যভিচার হচ্ছে।

[৯৪] *সূরা আল 'আনকাবুত : ৬৯।*
[৯৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫৪৬; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৮৩৩।*

আজ-ই ফার্স্ট, আজ-ই লাস্ট : কখনো নফসের চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। যত দিবেন ততই চাইবে। যখন আপনি নফসের চাহিদা অনুপাতে চলবেন, তখন সে আপনার আস্তমতো ব্যবহার করবে। সে আপনাকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে বলে, আমার আম খেতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু আপনার পকেটে টাকা নেই। তখন নফস বলে, যা, চুরি করে নিয়ে আয়। তবু আম খেতে চাই। এমতাবস্থায় আপনি নফসকে বলেন, চুরি করা ভালো না। তাই চুরি করা যাবে না। তখন নফস বলে, আরে, আজকেই তো! আর করব না। তখন আপনি নফসের ধোঁকায় পড়ে, চুরি করে ফেললেন। একবার আপনাকে দিয়ে চুরি করিয়ে সে ক্ষান্ত হয় না; পরের দিন আবার জাম খাওয়ার জন্য চুরির পথে অগ্রসর করে। এভাবে প্রতিনিয়ত একটার পর একটা নতুন কিছু চাইতেই থাকে। কিন্তু তবু সে পরিতৃপ্ত হয় না। হাতে থাকুক বা না-থাকুক, অসৎ উপায়ে হলেও আপনার দ্বারা তার মনোবৃত্তি পূরণ করবেই। একটার পর একটা চাইবেই।

নফস এরকম-ই। নফসকে আপনি কখনো পরিতৃপ্ত করতে পারবেন না। যত দিবেন, ততই তার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নফস কখনো বলবে না আমার সমস্ত চাহিদা এবার পরিপূর্ণ হয়েছে; এখন আর আমার কিছু প্রয়োজন নেই। এ কথা সে কখনোই বলবে না, কেননা নফসের চাহিদা কখনো শেষ হয় না।

কোনো মানুষের সর্ব-চাহিদা এ জীবনে কখনও পরিপূর্ণ হবে না। তাই, কেউ যদি ভাবে আমার নফস যা চায় তাই করবো, নফস যা বলবে তাই করবো, তবে শান্তি পাব –তাহলে তার ধারণা ভুল। নফসর চাহিদা পূরণ করে কখনো সে সুখের খোঁজ পাবে না। কেননা, নফসের বৈশিষ্ট্য হলো এক চাহিদা পূরণ হওয়ার পর, অন্য চাহিদার দিকে মনোনিবেশ করা। এজন্য, আপনি যদি মনে মনে নফসের গোলামী করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে সারা জীবন তার গোলামী-ই করতে হবে। কারণ, সে সব সময় শুধু চাই চাই করবে, আর আপনাকে সর্বদা দিতেই হবে। দিতে দিতেই পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে; সুখের সাথে আর সাক্ষাৎ হবে না। সফলতার মুখ আর দেখতে হবে না। ইতি টানতে হবে সমস্ত সুখের গল্পে।

নফস হলো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত : নফস কখনো তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না-যদি তা আম্মারাহ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাকে যতই দিবেন, ততই খাবে। যতই পান করাবেন, ততই পান করবে। যতই ভোগ করতে দিবেন, ততই সে ভোগ করবে; তবু তার তৃষ্ণা, তার ক্ষুধা, তার চাহিদা নিবারণ হবে না। তার কাছে শত পাওয়াও, না-পাওয়ার মতো।

এজন্যই রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "কখনো প্রবৃত্তির পিছনে ছুটো না, কখনো নফসের অনুসরণ করো না। কেননা নফস তোমাকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দিবে।" এজন্য আমাদের উচিত নফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। তার চাহিদার ভ্রূক্ষেপ না করা।

আজকাল শুনা যায়– অমুকের মেয়েলি সমস্যা রয়েছে। আসলে এটা কী? মেয়েলি সমস্যা বলতে কী বুঝানো হয়েছে? বিষয়টা অনেকের কাছে পরিষ্কার, আবার অনেকের কাছে ঘোলাটে। এটা সত্যি, আজকাল অনেকের মধ্যেই মেয়েলি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, মেয়েলি সমস্যা কী? মেয়েলি সমস্যা হচ্ছে, একজন যুবক মেয়েদের সাথে মিশতে মিশতে তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে মেয়ে ছাড়া কিছুই বুঝে না। এক মেয়ে থেকে আরেক মেয়ে –এভাবে শুধু মেয়েদের পিছনেই ছুটতে থাকে। নিত্য নতুন মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়ানো তার নেশায় পরিণত হয়। একদিন এই ঘাটে, আরেকদিন ওই ঘাটে। একদিন এই নায়ে, অপরদিন ওই নায়ে-একের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকে না। হরেক রকম মেয়ের সাথে। মিশতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার চিন্তা-চেতনায় শুধু মেয়েরাই ঘুরে। কীভাবে একটি মেয়েকে দ্রুত পটানো যায়, কীভাবে তাকে বশে আনা যায় –এমন ভাবনায় বিভোর।

এটা একজন যুবকের জন্য খুবই ক্ষতিকর বদঅভ্যাস! এটা খুবই ধ্বংসাত্মক আসক্তি। এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কষ্টকর! যারা এই মেয়েলি সমস্যায় পতিত হয়েছে, তারাই বুঝতে পারে –এটা কত বড় নেশা! একটা ছেলে বিয়ের আগে এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, তার মানে এই নয়-বিয়ের পর সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। বিয়ের পর এটা আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বিয়ের পর সে তার স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পরনারীদের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এতে করে সংসারে নেমে আসে, অশান্তি। *[সমাপ্ত]*

ক্বাসাসুল হাদীস

রাসূলের দরবারে প্রশ্নকারী হিসেবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অহিবাহক ফেরেশ্তা। তারই মাধ্যমে সমগ্র কুরআন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। কুরআন ছাড়াও নানা বিষয় নিয়ে তিনি আগমন করতেন। একবার তিনি প্রশ্নকারী হিসেবে আগমন করেন যার বিবরণ দিয়েছেন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন। ধবধবে সাদা তাঁর পোশাক। চুল তাঁর কুচকুচে কালো। না ছিল তাঁর মধ্যে সফর করে আসার কোনো চিহ্ন, আর না আমাদের কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি এসেই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসে পড়লেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন, অর্থাৎ- ইসলাম কী?

উত্তরে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "ইসলাম হচ্ছে– তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত (নামায) ক্বায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হাজ্জ করবে যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে।"

আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম একদিকে তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করলেন, আবার অপরদিকে রাসূলের বক্তব্যকে (বিজ্ঞের ন্যায়) সঠিক বলে সমর্থনও করলেন।

এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।'

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ), তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া তাক্বদীরের উপর, অর্থাৎ- জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে –এ কথার উপর বিশ্বাস করা।

উত্তর শুনে আগন্তুক বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

অতঃপর তিনি আবার বললেন, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।'

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইহসান হচ্ছে, 'তুমি এমনভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাকে না-ও দেখো, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।'

আগন্তুক এবার বললেন, 'আমাকে ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সম্পর্কে বলুন।' উত্তরে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানেন না।' আগন্তুক বললেন, 'তবে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বলুন।'

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'কিয়ামতের নিদর্শন হলো– দাসি তাঁর আপন মুনীবকে প্রসব করবে, তুমি আরো দেখতে পাবে– নগ্নপায়ী বিবস্ত্র হতদরিদ্র মেষ চালকেরা বড় বড় দালান-কোঠা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করবে।'

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, অতঃপর আগন্তুক চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করলাম। পরে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, হে 'উমার! প্রশ্নকারী আগন্তুককে চিনতে পেরেছো?' আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।"[৯৬]

শিক্ষণীয় বিষয় : গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনের মূল হচ্ছে তিনটি কথা, আর তা এ হাদীসেই আলোচিত হয়েছে। সে তিনটি কথা হলো–

প্রথমতঃ 'বিশ্বাস' অর্থাৎ- মহান আল্লাহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেয়ার দা'ওয়াত প্রদান করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেয়া; একেই বলে ঈমান।

দ্বিতীয়তঃ 'ইবাদত' তথা বান্দা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে।

তৃতীয়তঃ 'নিষ্ঠা' তথা ঈমান ও ইসলামের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও শেষ পর্ব হচ্ছে আল্লাহকে এমনভাবে মান্য করা যে, তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদর্শী। একথা মেনে নেওয়া যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে অবহিত; একেই বলে ইহসান। ❑

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৯৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৬৯৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৯৯০; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৩৫১।*

বিশেষ মাসায়িল

অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি বসে ইমামতি করতে পারবে কি?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, অসুস্থতা, শরীরিক দুর্বলতা বা অন্য কারণে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কি ইমামতি করা বৈধ? এ ক্ষেত্রে মুক্তাদিগণ কিভাবে তার পেছনে ইক্তিদা করবে?

অসুস্থতা, শরীরিক দুর্বলতা বা অন্য কোনো কারণে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য বসে ইমামতি করা বৈধ। এ ব্যাপারে সম্মানিত ফকীহদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

তবে এ ক্ষেত্রে মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে তার অনুসরণ করবে না কি বসে অনুসরণ করবে ইমামের অবস্থার আলোকে তা নির্ধারিত হবে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। ইমামের দু'ধরনের অবস্থা হতে পারে। যথা-

প্রথম অবস্থা : ইমাম যদি দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করে তারপর অসুস্থতা বা কোনো সমস্যার কারণে তাকে বসতে হয় তাহলে পেছনের মুক্তাদিগণ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়েই করবে এবং যথানিয়মে ইমামের অনুসরণে সালাত শেষ করবে। এর দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসটি। এটি রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুবরণের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় সালাত আদায়ের ঘটনা। **ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :**

উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উত্ববাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)'র খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূল (ﷺ)-এর (অন্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শুনাবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই রাসূল (ﷺ) মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন : লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন।

তিনি বললেন : আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন। কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে পেলে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে?

আমরা বললাম : না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন : আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি নিয়ে রাখো।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে?

আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন।

তিনি বললেন : আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি নিয়ে রাখো।

তারপর তিনি উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে?

আমরা বললাম : না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন।

ওদিকে সাহাবীগণ 'ইশার সালাত-এর জন্য নবী (ﷺ)-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন।

নবী (ﷺ) আবূ বক্‌রের নিকট এ মর্মে লোক পাঠান যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রাসূল (ﷺ) আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে বললেন, হে 'উমার! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বললেন, আপনই এর জন্য বেশি হক্বদার। তাই আবূ বক্‌র সে ক'দিন সালাত আদায় করলেন।

তারপর নবী (ﷺ) একটু নিজে হালকাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাত-এর জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) [অপরজন ছিলেন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)]।

আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইশারা করলেন এবং বললেন : 'তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও।'

তারা তাঁকে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পাশে বসিয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সালাত-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সালাত-এর ইকতিদা করতে লাগলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন উপবিষ্ট ছিলেন।[৯৭]

এখানে লক্ষণীয় দিক হলো– আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে দাঁড়িয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায শুরু করেছেন। কিছুক্ষণ পর নবী দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর করে মসজিদে এসে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যতদূর নামায পড়িয়েছিলেন সেখান থেকে বসে বসে নামাযের ইমামতি করেছেন। কিন্তু তার পেছনে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ অন্য সাহাবীগণ সকলে দাঁড়িয়েই নামায পড়েছেন।

দ্বিতীয় অবস্থা : যদি এমন হয় যে, ইমাম প্রথম থেকেই বসে সালাত শুরু করেছে তাহলে পেছনে মুক্তাদিগণও তার অনুসরণে প্রথম থেকে বসে সালাত আদায় করবে। এর দলিল হলো–

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা অসুস্থতার কারণে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করেছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইশারা করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, "ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইকতিদা বা অনুসরণ করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকূ' করে তোমরা ও তখন রুকূ' করবে এবং সে যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।"[৯৮] আরেকটি হাদীস :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا".

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোড়ায় অরোহণ করেন। তিনি তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ায় তার দেহের ডান পার্শ্বে ব্যথা পান। এমতাবস্থায় বসে নামাযে ইমামতি করেন এবং আমরাও তার পেছনে বসে নামায আদায় করি। নামায শেষে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"ইমামকে এজন্যই করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হয়। অতএব ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দণ্ডয়মান হবে। অতঃপর ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে এবং ইমাম যখন মস্তক উত্তোলন করবে তোমরাও মস্তক উঠাবে। অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে, তখন তোমরা বলবে -রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।" ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।"[৯৯]

মোটকথা, ইমাম যদি ১ম থেকে বসে সালাত আদায় করে তাহলে তাহলে মুক্তাদিগণও তার অনুসরণে বসে সালাত আদায় করবে। ইমাম চেয়ারে বসুক অথবা মাটিতে বসুক পেছনে মুক্তাদিগণ বসে সালাত আদায় করবে।

আর ইমাম যদি প্রথমে দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করে কিন্তু তারপরে কোনো ওযরবশতঃ বসে যায় তাহলে মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে যেমনটি উপরোক্ত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। –আল্লাহু আ'লাম। ❑

[৯৭] *বুখারী- অধ্যায় : ১০/আযান, বাং ই. ফা., হা. ৬৫৩।*

[৯৮] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ১০/আযান, বাং ই. ফা, হা. ৬৫৪।*

[৯৯] *বুখারী; মুসলিম; সুনান আন্ নাসায়ী, জামে' আত্ তিরমিযী।*

কিশোর ভুবন

সততার দৃষ্টান্ত

–আবু ফাইয়ায

তোমরা কি 'মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী'র নাম শুনেছ? তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রসেনানী, মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃত, সুসাহিত্যিক, যশস্বী বাগ্মী, বহু ভাষাবিদ, দক্ষ সংগঠক, 'ইল্‌ম বা 'আমলের আদর্শিক ব্যক্তিত্ব এবং সালাফী 'আক্বীদাহ্ ও মানহাযের প্রাণপুরুষ। বৃহত্তর বাংলা ও আসামে যারা সঠিক ও নির্ভেজাল দ্বীন-ধর্মের অনুশীলন ও চর্চা করতেন, তিনি ছিলেন তাদের অগ্রদূত। ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি আহলে হাদীসগণ যখন কুলহীন অবস্থায় একজন রাহ্বার অনুসন্ধান করছিলেন, এমনই এক সন্ধিক্ষণে পথিকৃত হিসেবে আবির্ভূত হলেন আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী, সকলকে একত্রিত করলেন কুরআন-সুন্নাহ'র নির্ভেজাল এক প্লাটফর্মে। তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে আজও সবাই তাঁকে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী নামে চেনে।

আজ তোমাদেরকে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা শুনাব। তখনও ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে যায়নি। তখন তিনি কোলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। কলেজের কোনো এক ছুটিতে কোলকাতা থেকে গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরে ট্রেনযোগে যাচ্ছিলেন ছুটি কাটাতে। ট্রেনে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির পেসেঞ্জার ছিলেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন এক ইংরেজ দম্পতি। সারাপথ অতিক্রম করে ট্রেন যথারীতি পার্বতীপুর জংশনে পৌঁছলে তিনি ট্রেন থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্যাগপত্র গুছাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল একটি লেডিজ ব্যাগের দিকে। তিনি বুঝে নিলেন যে, এটি ঐ মহিলার। কিন্তু ইংরেজ দম্পতি আগের স্টেশনেই নেমে পড়েছিলেন। তাই তিনি সেটি ফেরত দেবার কোনো সুযোগ পেলেন না; ফেরত দিতে না পেরে ব্যাগটি নিজের কাছেই সযত্নে রেখে দিলেন।

তিনি ভাবতে লাগলেন, কীভাবে ব্যাগের মালিকের কাছে তার আমানত পৌঁছানো যায়। তিনি মনে মনে ভাবলেন, দিনাজপুর থেকে কোলকাতা ফেরার পথেই ব্যাগটি তার মালিকের কাছে পৌঁছতে হবে। অন্যের আমানত ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর মাঝে একধরনের অস্থিরতা কাজ করছিল। তাই কৌতূহলী হয়ে ব্যাগটি খুললেন, যদি ঠিকানা পাওয়া যায়। খোলামাত্র তিনি দেখতে পেলেন ব্যাগ ভর্তি টাকা। অনুমান করলেন, টাকার পরিমাণ লক্ষাধিক হবে। ব্যাগভর্তি টাকা দেখে তিনি তা ফেরত দেওয়ার জন্য আরো বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন এবং দায়িত্বের টানে তাড়াহুড়া করে কোলকাতায় ফিরে গেলেন। কোলকাতা পৌঁছেই স্টেটম্যান পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দিলেন। এদিকে ইংরেজ দম্পতি হারানো টাকার কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নিরাশ হয়ে যখন টাকার আশা ছেড়ে দিয়েছেন, এরকমই এক মুহূর্তে হঠাৎ পত্রিকার পাতায় দেখেন একটি 'হারানো বিজ্ঞপ্তি'। বিজ্ঞপ্তি দেখে হৃদয় যেন নতুন করে স্পন্দন ফিরে পেল। ইংরেজ দম্পতি দেরি না করে বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানায় দেখা করতে গেলেন, প্রদত্ত ঠিকানা অনুসারে তাঁর হোস্টেলে। ইংরেজ দম্পতিকে দেখে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী তাৎক্ষণিক তাদের চিনে ফেলেন এবং তাদের আমানত বুঝিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারা নিরাশার মাঝে টাকাসহ ব্যাগটি ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারা যুবক আব্দুল্লাহিল কাফীর সততায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলেন এবং তাঁকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়ার ফাঁকেই অন্য ব্যাগ থেকে ১০/১২ হাজার টাকার একটি বান্ডিল বের করে সততার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি ইংরেজ দম্পতি তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে আমন্ত্রণ জানালে তাও তিনি দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করেন।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ের ১০/১২ হাজার টাকার বর্তমান বাজার মূল্য কত? তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া সে সময়ে বিলাতে পড়তে যাওয়ার পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অথচ তিনি এসব লোভনীয় প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বিরল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি এতটাই ব্যক্তিত্ববান ছিলেন যে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। দেশ, মাটি, মানুষ ও ইসলামের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে কাজ করেছেন। কখনো কারো অনুগ্রহ বা আনুকূল্যের মুখাপেক্ষী হননি। আল্লাহর প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুল আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে।

এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি তাদের অনুরোধে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যেতাম, তবে দ্বীনের, দেশের ও জাতির এই নগণ্য সেবার সুযোগ হতে আমি চিরকাল বঞ্চিত থেকে যেতাম।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের মহান এই খাদেমকে কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করুন –আমীন। ❑

কবিতা

প্রাণের প্রদীপ জ্বালো

মোল্লা মাজেদ*

আকাশ ভরা চাঁদের হাসি জ্যোৎস্না ছড়ায় আলো
স্নিগ্ধ সুধায় মন ভরে যায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।
অপরূপ এ আলোর হাসি
হৃদয় মাঝে বাজায় বাঁশি
এই সে সুধা মিটায় ক্ষুধা
ঘুচবে কলুষ কালো,
স্নিগ্ধ সুধায় মন ভরে যায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।

আজকে মনের বাঁধ ভেঙেছে জোয়ার উথলায়
সেই জোয়ারে ভাসবে তরী দোদুল দোলনায়।
কাণ্ডারী হীন তরীখানি
কৃপায় রেখো হে সন্ধানী
তোমার প্রীতির পিযুষ ধারা
হৃদয় পদ্মে ঢালো,
স্নিগ্ধ সুধায় মন ভরে যায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।

পেলাম অবশেষে

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘপথ মাড়িয়ে,
কতো কাঠ খড়ি পুড়িয়ে
খুঁজেছি সেই অমূল্য সম্পদ
হণ্যে হয়ে খুঁজেছি।
পেয়েছি শত পথ শত মত
শুধু দলাদলি আর দলাদলি,
পাইনি কোথাও সঠিক পথ!
সময়, অর্থ, শ্রম, সবই হয়েছে পণ্ড
পেয়েছি ছাই ভস্ম, দেখেছি ভন্ড।
পীর মাশায়েখ মাজার দরগায়
বিনিদ্র রজনী কেটেছে সেথায়
পাইনি তার খোঁজ!
সবাইকে দিয়ে ফাঁকি, কেঁদেছে আঁখি
দিবা নিশি রোজ-
জীবনে কিছু পাই বা না পাই
যেভাবেই হোক, সে ধন আমার চাই।
এসব অর্থ-কড়ি, বাড়ি গাড়ি-
সবই তুচ্ছ
নাপাই যদি কাঙ্ক্ষিত সেই ধন
পুরো পৃথিবী দিয়ে যাবে না কেনা
অমূল্য সে রতন!
এখানে সেখানে সর্বত্র খুঁজেছি
ঘুরেছি মানুষের দ্বারে দ্বারে
অথচ সেই কাঙ্ক্ষিত ধন
রয়েছে মোর ঘরে!
চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি
অবহেলায় আছে পড়ে!
কেঁদে দিলাম সুখে, তুলে নিলাম বুকে-
পূত-পবিত্র সত্যবাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন
ওহীর বাণী দেখালো আমায়, সঠিক পথের সন্ধান-
বুঝে বুঝে পড়ে করলাম অর্জন
পেলাম অবশেষে, কাঙ্ক্ষিত সেই ধন!
সেটা আর কিছু নয়, সেটা হলো বিশুদ্ধ ঈমান।

সমাপ্ত

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
* *বামনাছড়া গয়নারঘাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে–
নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন।
আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর।
আসুন! আমরা সচেতন হই।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :
পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

জমঈয়ত সংবাদ

রংপুর জেলা জমঈয়তের উদ্যোগে ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ২৬ আগস্ট শনিবার, রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এক ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। রংপুর শহরের আড়িরাং পার্টি সেন্টারে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মামদুহুর রহমান। সকাল সাড়ে ৯টায় হাফেয আব্দুল ওয়াদুদের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, রাজশাহীর পরিচালক শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা ও মায়া গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ারুল ইসলাম মায়া, জেলা শুব্বান উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মো. শাহজাহান কবির, জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার সুলতান জয়নাল আবেদীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক সোহেল আহমাদ মাদানী।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ইমামদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা সমাজের নেতা, আপনাদের দায়িত্ব জমঈয়তের ব্যানারে সকল মুসল্লীকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। আজ থেকে প্রায় আট দশক আগে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) এ দেশের আহলে হাদীসদের জন্য একটি প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) এ সংগঠনটিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত করেছেন। আজ যদি আমরা বিচ্ছিন্নতার মত আত্মঘাতি কাজ করি, তবে তা হবে আহলে হাদীসদের জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।

এ কর্মশালায় ৩৫০ জন ইমাম ও সুধীজন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ও সহ-সেক্রেটারি হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ।

ঢাকার গেন্ডারিয়ায় জমঈয়তের শাখা গঠন

রাজধানী ঢাকার গেন্ডারিয়ায় গত ০১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, দি মেসেজ ফাউন্ডেশন-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানীর সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ও মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার উস্তাযুল ফিকহ ও যাত্রাবাড়ি থানা শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আব্দুর রউফ মাদানী। উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত দফতরের মিডিয়া ইনচার্জ আহমাদ জনি। নেতৃবৃন্দের আলোচনা শেষে গেণ্ডারিয়া শাখা জমঈয়ত গঠন করা হয়।

কমিটির বিবরণ– সভাপতি- শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী, সহ-সভাপতি- মুহাম্মদ এনামুল হক ও মুহাম্মদ হাসান, সেক্রেটারি- তানভীর আহমাদ (বাপ্পি), সহ-সেক্রেটারি- মাসুদ ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মুহাম্মদ আনসার, সাংগঠনিক সম্পাদক- জাহাঙ্গীর হোসেন, দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক- আরিফ হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ তুষার, অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক- সাকিব হোসেন। **সদস্যবৃন্দ–** মুহাম্মদ নাজিম, মো. রিয়াজ উদ্দিন, ইমরান, রায়হান, আলম, মিয়াভাই, নোমান, আবিদ।

সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত নেতাদের সাংগঠনিক সফর

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) : গত ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত নেতাগণ জেলার কামারখন্দ উপজেলাধীন আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী কামারখন্দ ফাজিল সিনিয়র মাদ্‌রাসায় সাংগঠনিক সফর করেন। সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বারীর নেতৃত্বে এ সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওনানা মো. সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া, যুগ্ম সেক্রেটারি মাওলানা মো.

নূরুজ্জামান, দাওয়াহ সম্পাদক মাওলানা মো. সারোয়ার জাহান সাইফুল্লাহ, রায়গঞ্জ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মো. লুৎফর রহমান, জেলা শুব্বান সভাপতি মাওলানা মো. রুহুল আমিন, অধ্যাপক মো. আব্দুল মান্নান, ডা. মো. নেয়ামতুল্লাহ, মাওলানা মো. আব্দুল হান্নান, মাওলানা মো. আব্দুল হাকিম, হাফেয মাওলানা জুলফিকার, হাফেয মাওলানা আব্দুর রহমান, হাফেয আব্দুস সোবহান প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ মাদ্‌রাসা সংলগ্ন আহলে হাদীস জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এতে কামারখন্দ এলাকা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর নেতারা এলাকার বিভিন্ন মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। জুমু'আর নামাযান্তে কামারখন্দ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক আলোচনা পেশ করেন।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদক শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন-এর মাতা সিলেট শহরের মাউন্ট এডোরা হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর **'ভ্যারিক্যান ব্যান্ড লাইগেশন'** অপারেশন হয়। সাপ্তাহিক আরাফাত দফতর থেকে মুহতারামা'র সুস্থতার জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ.

মৃত্যু সংবাদ

০১. যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলামের বাবা মো. আনিসুর রহমান (৯৫) গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা রেখে গেছেন। বিকাল সাড়ে ৫টায় কেশবপুর উপজেলার নিজগ্রাম নূরপুরে মাইয়্যিতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। এতে ইমামতি করেন বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত সোনাখালী আজিজিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ আব্বাস উদ্দীন ইলিয়াস।

উল্লেখ্য মৃত আনিসুর রহমান ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক উপদেষ্টা ও খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তের অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মেজ ভাই। তিনি যশোর জেলা জমঈয়ত ও কেশবপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমানতদারিতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখেন।

যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দু'আ করা অনুরোধ জানান হয়েছে।

০২. ব্রিটিশ ভারতের বিশিষ্ট আলেমে দীন শেখ আব্দুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ)-এর তৃতীয় পুত্র শেখ আজিজুল হক (৬৩) গত ৬ সেপ্টেম্বর রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন বেলা ১২টায় তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন (ঝিকরগাছা, শার্শা, যশোর কোতোয়ালি ও চৌগাছা থানা নিয়ে গঠিত) এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি হাফেয এস এম. মশকুর আলম। জানাযা শেষে মাইয়্যিতকে যশোর জেলার বোধখানা গ্রামের বসতবাড়ি পার্শ্ববর্তী পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আর আবেদন করেছেন তার সহোদর, যশোর জেলা জমঈয়তের প্রবীণ কর্মী শেখ মোজাম্মেল হক।

জ্ঞাতব্য

আপনার জেলার কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে সাপ্তাহিক আরাফাত দফতরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। **অথবা ই-মেইল করুন : weeklyarafat@gmail.com**

উল্লেখ্য যে, রিপোর্ট লিখবেন- সাদা কাগজের একদিকে এবং স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে। এছাড়াও প্রোগ্রামের ধরণ, স্থান, উপস্থিত অতিথিবৃন্দের পূর্ণ নাম ও পদবী উল্লেখ করতে হবে। রিপোর্ট প্রেরণকারীর নাম ও মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রেরিত খামের উপর **'সাংগঠনিক রিপোর্ট'** কথাটি উল্লেখ করতে হবে। *–সম্পাদক*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***"সাদাক্বায়ে জারিয়া"র সময়সীমা কতদিন পর্যন্ত? সাদাক্বাহ্কৃত জিনিষ শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে এর সওয়াব বন্ধ হয়ে যায় কি?*** *সাদিয়া ইসলাম কবুরহাট, কুষ্টিয়া।*

জবাব : টেকসই প্রবহমান কল্যাণকর যে কোনো দান হলো "সাদাক্বায়ে জারিয়া"। সাদাক্বাহ্কৃত বস্তুটি বিনষ্ট হওয়া পর্যন্ত এর সওয়াব অর্জিত হতে থাকে। তবে বস্তু পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোনো পূণ্য ও কল্যাণ কাজের ধারায় রূপ নিলে তার সওয়াব অব্যাহত থাকবে। "সাদাক্বায়ে জারিয়া" মর্মে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন : মানুষ যখন মারা যায় তখন তার তিনটি 'আমল ব্যতীত সকল 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই তিনটি 'আমল হলো– "সাদাক্বায়ে জারিয়া", উপকারী জ্ঞান অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩১)*

"সাদাক্বায়ে জারিয়া" বৈশিষ্ট্যগতভাবে দানকারীর জন্য পুণ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে। দানকারী জীবিতাবস্থায় "সাদাক্বায়ে জারিয়া" করুক অথবা মৃত্যুর পরে তার পক্ষ থেকে করা হোক উভয়াবস্থাতেই ব্যক্তির জন্য তা সওয়াব বয়ে নিয়ে আসতে থাকে সাদাক্বাটি টিকে থাকা পর্যন্ত। তবে আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করে নেন এবং সেই দানটিকে প্রতিপালন ও প্রবৃদ্ধি দান করেন। সাদাক্বায়ে জারিয়া পরিবর্তিত হয়ে আরও দীর্ঘকাল সওয়াবের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। যেমন- কোনো ব্যক্তি কোনো একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে কিছু ফলবান বা ছায়াদার গাছ সাদাক্বায়ে জারিয়া করল। এক সময় গাছগুলো কাটতে হলো আর অধিক কল্যাণ বিবেচনায় গাছগুলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে উপকারী কিতাব ক্রয় করা হলো। এমতাবস্থায় এ কিতাবগুলোর পাঠ ও পঠন এবং এসবের উপর 'আমল চলতে থাকা অবধি এর সওয়াব সাদাক্বাহ্দাতা লাভ করবে।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমি যখন সফরে থাকি তখন মোজার উপর মাসেহ করি। জনৈক আলেম আমাকে বললেন, পাতলা বা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ জায়িয নয়। আসলে বিষয়টা কতখানি সত্য? মেহেরবানী করে বুঝিয়ে বলবেন।*** *খাইরুল ইসলাম, গুরুদাসপুর, নাটোর।*

জবাব : মোজার উপর মাসেহ করা সহীহ সুন্নাহর অনুসারীদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে ৪০টিরও বেশি বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। *(ইবনুল মুলক্বীন "আল-'ইলাম"- ১/৬১৬)*

ইমাম হাসান বস্রী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমি ৭০ জন সাহাবী হতে মোজার উপর মাসেহ করার হাদীস শুনেছি। *(ইমাম যায়লা'ঈ "নসবুর রায়াহ"- ১/১৬২)*

ইমাম নাববী বলেন : মাসেহ করার ব্যাপারে এতো অধিক বর্ণনা রয়েছে যা গণনা করা যাবে না। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভারী বা পাতলা মোজা বলে কোনো পার্থক্য করেননি। আমাদের সমাজের কিছু 'আলেম হাদীসে বর্ণিত (الخف)-এর শব্দ বিশ্লেষণ করে নিজেরা নিজেদের উপর কঠিন করেছেন। তাদের এ শর্ত বানানো। কাজেই মোজা দু'টি পবিত্র হলে এবং ওযূ করার পর পরিধান করলে তাতে মাসেহ করা যাবে। *(বুখারী- হা. ২০৬; মুসলিম- হা. ৬৩০; আহমাদ- হা. ১৮১৬৭; ইবনু মাজাহ্- হা. ৫৫৯, সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৯৯ ও সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৫৯)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমি শুনেছি, সালাতুল বিত্র না পড়লে 'ঈশার সালাত পূর্ণতা পায় না। আমি যা শুনেছি তাকি ঠিক? তাছাড়া বিতর সালাত সালাত কি সুন্নাত না-কি ওয়াজিব?*** *ফখরুল ইসলাম, সদরপুর, ফরিদপুর।*

জবাব : সালাতুল বিত্র সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব ঐ সালাতকে বলা হয়, যা অলসতাবশতঃ ছেড়ে দেয়া গর্হিত অপরাধ। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ গুরুতর অপরাধ নিয়ে সহজে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ জনৈক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান– দিবারাত্র মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্য। এ ফর্য সালাতের পর আর কোনো সালাত ফর্য কি-না জানতে চাইলে নাবী (ﷺ) বলেন : না। তবে যদি তুমি নফল সালাত আদায় করো, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। তখন লোকটি বলল : মহান আল্লাহর কসম! এই ফর্যের উপর আমি কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কোনো কিছু কমও করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে নাজাত পেয়ে গেল।" *(বুখারী- হা. ৪৬; মুসলিম- হা. ১১)*

উক্ত হাদীসে কিন্তু বিত্র সালাতের কথা বলা হয়নি। কাজেই এ সালাত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া বিত্র সালাত ওয়াজিব-এর পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহ কোনোটি য'ঈফ আবার কোনটি মাওকূফ– *(ইরওয়া- হা. ৪১৭)*। আর যে কয়টি হাদীস মারফূ'সূত্রে বর্ণিত, তা দ্বারা বিত্র একটি সুন্নাত সালাত সাব্যস্ত হয় মাত্র। তাই তো দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উটের পিঠে বসে বিত্র আদায় করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৯৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৭০০)*। সাভাবিক অবস্থায় কোনো ফর্‌য বা ওয়াজিব সালাত আরোহীর উপর পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই বিত্র সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমাদের সমাজে দেখা যায়– কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে দ্রুত মহিলাকে স্বামীর কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে তার স্বামীর চেহারা দেখতে দেয়া হয় না। এ বিধান কতখানি সহীহ?*** *ইবরাহীম খলীল*
তালা, সাতক্ষীরা।

জবাব : এ কাজটি খুবই অমানবিক। ইসলাম এ ধরনের নিষ্ঠুর কাজকে কখনই সমর্থন করে না। যে ভুল ফাতাওয়ার বশবর্তী হয়ে এ কাজটি করা হয়, তা হলো– স্বামী মারা গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে ঐ স্বামী স্ত্রীর জন্য গায়র মাহরাম হয়ে পড়ে। ফলে দেখা জায়িয নয়। এটি বানোয়াট ফাতাওয়া। যারা এ ফাতাওয়া দেন– স্বামীর রেখে যাওয়া বাড়ী-ঘর সহায়-সম্পত্তি হতে স্ত্রীকে পৃথক করেন না; বরং ঠিকই এগুলোর ওয়ারিস হিসেবে স্ত্রীর অধিকার আদায় করেন। তাহলে কেমন করে ঐ স্বামী গায়র মাহরাম হলো এবং তাকে কি করে দেখা যাবে না? শুধু দেখাতো দূরের কথা– স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গোসল দেয়াতে এবং কফিন পরাতে পারবে। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "আমি যা পরে বুঝেছি, তা যদি আগে বুঝতাম, তাহলে রাসূল (ﷺ)-কে তার স্ত্রীগণ ছাড়া কেউ গোসল দিত না।" *(আবূ দাঊদ- হা. ৩১৪১, হাসান)* কাজেই দলিল থাকতে কারো কোন অভিমত বা প্রথার প্রতি লক্ষ্য দেয়া মোটেও ঠিক হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমি শুনেছি যে, কোনো একজন সাহাবীকে জিন্‌রা হত্যা করেছিল; এ কথা কি সত্য?***
এনামুল হক, আশুলিয়া, ঢাকা।

জবাব : ঐ সাহাবী'র নাম সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি খাজরাজ বংশীয় আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ সাবিত। কারো মতে তিনি আবূ কুবাইস। তাঁর ওফাত নিয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে ভিন্নমত আছে। তিনি সিরিয়ায় বসরা নগরীতে জিন্ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনা সূত্র নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন– *(ইরওয়া- হা. ৫৬)*। আসলে তাঁর মৃত্যু স্বচক্ষে কেউ দেখেনি। গোসল দিতে গিয়ে দেখা যায়, তার শরীর সবুজ বর্ণের হয়ে পড়েছে। তাই কেউ এটিকে জিন্ দ্বারা হত্যা বলেছেন। আর এ মর্মে কিছু ঐতিহাসিক উক্তিও রয়েছে। অন্যরা পাথরের আঘাতে রক্তক্ষরণ দ্বারা মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার আল্লামা আইনী বদ-নজরের কথাও বলেছেন। *(দেখুন : সিয়ারু আলনামিন নুবালা "সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্" জিবনী- অনুচ্ছেদ : ১/২৭০, ইবনু হাজার আল আসক্বালানী "আল-ইসাবা"- ১/৭০৮)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমি জানা মতে, মাগরিবের সুন্নাতের পরে ৬ রাকআত সালাতকে সালাতুল আওয়াবীন বলে। কিন্তু ইদানিং জানতে পারলাম এটা সালাতুল আওয়াবীন নয়, বিষয়টি পরিষ্কার করবেন কি?*** *নূরুল ইসলাম*
কানসাট, নবাবগঞ্জ।

জবাব : আওয়াবীন শব্দটি আওয়াব শব্দের বহুবচন যার অর্থ : অনুগত। সুতরাং সালাতুল আওয়াবীন অর্থ অনুগত বান্দাদের সালাত। যার অপর নাম সালাতুয যুহা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : সালাতুল আওয়াবীনের সময় হলো যখন উটনীর বাচ্চা রোদের তাপে বালু উত্তপ্ত হওয়ার কারণে ছুটাছুটি করে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৮)*
পক্ষান্তরে মাগরিব এবং 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ছয় রাক'আত সালাত যাকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়ে থাকে এ মর্মে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার একটিও সহীহ নয়; বরং জাল ও য'ঈফ। অতএব সালাতুয যুহা-ই সালাতুল আওয়াবীন, যার সময় হলো সূর্যের তাপ শুরু হওয়া থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমাকে একজন ইমাম সাহেব শিখিয়েছেন যে, কবর যিয়ারতে সূরা আল ফাতিহাহ্ একবার, সূরা আল ইখলা-স তিনবার এবং দরূদ একবার পড়তে হবে। তিনি কি সঠিক বলেছেন?*** *আব্দুর রাকীব*
পাবনা সদর, পাবনা।

জবাব : কবর যিয়ারত করা শরিয়ত সম্মত। কিন্তু কবরস্থানে তিলাওয়াত করা শরিয়ত সম্মত নয়; বরং কবর যিয়ারতে সূরা আল ফাতিহাহ্, সূরা আল ইখলা-স, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করা বিদআত– *(আহকামুল জানায়িয- ২৪১ ও ৩২৫ পৃ.)*। কবর যিয়ারতে হাদীসে বর্ণিত সালাম এবং একাকী দু'আ করতে অসুবিধা নেই– *(সহীহ মুসলিম; আহকামুল জানায়িয- ২৩২ পৃ.)*। অনুরূপ দু'আর মাঝে দরূদ পড়াতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু আলাদাভাবে এতবার দরুদ পড়তে হবে এমন নিয়ম নেই। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***সালাত আদায়কালে আমার মনে দুনিয়াবী চিন্তা চলে আসে। এতে আমার সালাতের কোনো ক্ষতি হবে কি? এ থেকে বাঁচার উপায় কি?*** *আব্দুল মুমিন*
শীবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : সালাতে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতা থাকা জরুরী। দুনিয়াবী চিন্তার ফলে একাগ্রতায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। এজন্য ক্ষতি হওয়াটা স্বাভাবিক। সালাতে এসব চিন্তা মূলত শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। সাহাবী 'উসমান ইবনু আবিল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! শয়তান আমার সালাতে, কিরআতে দুশ্চিন্তা দিয়ে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ শয়তানকে খিনযাব বলা হয়, অতএব যখন তুমি এরূপ অনুভব করবে তখন তুমি শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে (আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বলবে) এবং তোমার বাম পাশে তিনবার হালকা থুথু ফেলবে। সাহাবী বলেন : আমি এরূপ করলে আল্লাহ আমা হতে শয়তানকে দূর করে দেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২০৩)*

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুযায়ী সালাতে দুনিয়াবী বা অন্য কোনো দুশ্চিন্তা আসলে শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া (নিরবে) এবং হালকাভাবে বামপাশে তিনবার থুথু ফেলা উচিৎ, তবে মনে রাখতে হবে কিবলা হতে ভিন্নমুখী হওয়া যাবে না এবং বাম পাশে মুসল্লি থাকলে তার গায়ে যেন থুথু না যায়। এছাড়া সালাতে যে তিলাওয়াত ও দু'আ-দরূদ পাঠ করা হয় সেগুলোর অর্থ চিন্তা করলে এবং আল্লাহর ভয় বৃদ্ধির চেষ্টা করলেও শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি শুনেছি যে, ১২ই রবিউল আউয়াল আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিন। তাই সেদিন নফল সিয়াম রাখা সুন্নাত। এ বিষয়ে সঠিক বিধান কী?

ইখলাস উদ্দিন, কুয়ালালামপুর, মালোয়েশিয়া।

জবাব : সহীহ সুন্নাহ মুতাবেক প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ নফল সিয়াম অতি ফযীলতপূর্ণ 'আমল। ১২ তারিখ সেই ৩ দিনের মধ্যেও পড়ে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দিন বা তারিখকে কোনো সিয়ামের জন্য খাস করেননি, সে দিন-তারিখকে খাস করে নেয়া অবশ্যই বিদআত। বিশেষতঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিন নফল সিয়াম পালন করতে হবে মর্মে কোনো প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে নেই। আর যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা পালন করা প্রত্যাখাত ও বিদআত। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)*

জিজ্ঞাসা (১০) : ওযূ করার সময় মাথা মাসেহ এরপর ঘাড় মাসেহ করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা কী, তা মেহেরবানী করে জানালে উপকৃত হব।

ইয়ারুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম।

জবাব : ওযূতে ঘাড় মাসেহ সংক্রান্ত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই। উপরন্তু সুনান আবূ দাঊদে যে আসারটি বর্ণিত আছে, তা য'ঈফ। *(আল-য'ঈফাহ্ লিল আলবানী- হা. ৬৯ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৫)*

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে অসমর্থিত ও বানোয়াট বর্ণনাকে কেন্দ্র করে কোনো 'আমল জায়িয নয়– *(ইবনু তাইমিয়্যাহ্ 'মাওযূ'আ ফাতওয়া'- ২১/১২৭)*। এ প্রসঙ্গে সৌদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড-এর সু-চিন্তিত অভিমত হলো– "আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতে ঘাড় মাসেহ ওযূর সুন্নাতসমূহের একটি সুন্নাত বলে কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কাজেই ঘাড় মাসেহ করা শরিয়ত সম্মত নয়।" *(সৌদী স্থায়ী ফাতওয়া- ৫/২৩৫)*

কাজেই ওযূর মতো গুরুত্বপূর্ণ 'আমল– যার উপর সালাত ও তাওয়াফের ন্যায় মৌলিক 'ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীলতা ভিত্তিহীন বর্ণনার আলোকে চলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা (১১) : আমরা সাধারণতঃ জানি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। কেউ কেউ বলেন, সিকি আনা পরিমাণ স্বর্ণ পরা না কি জায়িয? এ ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ দলিল আছে কি, যা ব্যবহার হালাল বা বৈধ সাব্যস্ত করবে? অনুগ্রহপূর্বক প্রমাণসহ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

হা. শাকির আহমাদ, রায়পুরা, নরসিংদী।

জবাব : পুরুষের জন্য কম-বেশি স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "আমার উম্মাতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার হালাল করা হয়েছে। আর উম্মাতের পুরুষদের উপর তা হারাম করা হয়েছে"– *(মুসনাদে আহমাদ; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৫১৪৮)*। সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন পুরুষের হাতে স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন : "তোমাদের কেউ জাহান্নামের আগুনের কয়লায় পুড়তে ইচ্ছে করলে সে যেন এটা (স্বর্ণের আংটি) তার হাতে পরে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২০৯০)*

এসব বলিষ্ট প্রমাণ থাকার পর যদি কেউ বলে যে, সিকি পরিমাণ স্বর্ণ পুরুষের জন্য জায়িয, তাহলে সে তাঁর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম জাহান্নাম। *(সূরা আন্ নিসা : ১১৫)*

জিজ্ঞাসা (১২) : আমরা প্রায়শঃ দেখি যে, মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমির গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ওপর তলায় মসজিদ– আমার প্রশ্ন, মসজিদের নীচে এরূপ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান করা শরিয়তসম্মত হবে কী? আবূ মূসা

ছাগলনাইয়া, ফেনী।

জবাব : কয়েক তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে তার কিছু তলা সালাতের জন্য এবং অপর কিছু তলা মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়াকফ্কারী তিনি যখন মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করেছেন এবং যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন সে শর্তের যেন পরিপন্থী না হয়। তবে উত্তম হলো– মসজিদ স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখা ও তার উপরে কোনো কিছু নির্মাণ না করা। যাতে ওয়াক্ফকারীর জন্য পূর্ণ সাওয়াব অর্জন হয়। *(ফাতওয়া লাজনা আদ্-দায়িমা)* ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ইউরোপের ইস্তিকলাল মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা আভিজাত্যে পরিপূর্ণ ও ইতিহাসসমৃদ্ধ বলকান উপদ্বীপের অন্তর্গত দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের একটি দেশ। এদেশের রাজধানী সারায়েভো শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ওটোকাতে অবস্থিত দেশটির অন্যতম বৃহৎ মুসলিম স্থাপনা মসজিদে ইস্তিকলাল। ইস্তিকলাল একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ স্বাধীনতা। এ অর্থে মসজিদটিকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক হিসেবে গণ্য করা হয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুসলিমদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে দুই দেশের সংহতি ও সৌহার্দ্যের উপহার ছিল এই মসজিদটি। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মসজিদ ইস্তিকলাল মসজিদের নামানুসারে। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আলিয়া ইজেতবেগভিচের আমন্ত্রণে ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সুহার্তো বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ভ্রমণে আসলে তিনি ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুসলিমদের জন্য উপহারস্বরূপ এই মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সুহার্তো তার প্রশাসনের মাধ্যমে এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইস্তিকলাল মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধন করা হয়। অনানুষ্ঠানিকভাবে এটা সুহার্তো মসজিদ নামেও পরিচিত। ইস্তিকলাল মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্যরীতির উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য নিদর্শন। তাছাড়া মসজিদের স্থাপত্যে নকশায় ইন্দোনেশিয়ার স্থাপত্যরীতির প্রকাশ পায়। জানালা এবং খিলানসমূহ সাধারণ জ্যামিতিক নকশায় নির্মাণ করা হয় কাঁচ ইস্পাত ও অ্যালুমেনিয়াম দ্বারা। মসজিদের বহিরাবরণ আবৃত সাদা টাইলসে, ভিতরের দেয়াল, বিশেষ করে মিহরাব, মিম্বর এবং জানালার চৌকাঠ ইন্দোনেশিয়ার কাঠের খোদাই করা ফুলের অলংকরণে সজ্জিত। মসজিদটিতে রয়েছে ২৭ মিটার উচ্চতা ও ২৭ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট তামাটে রঙের একমাত্র গম্বুজ। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার আত-তীন মসজিদের ন্যায় গম্বুজটির চারদিকে তিনটি আনুভূমিক চক্রাকার জানালা রয়েছে যেনো ইস্তিকলাল মসজিদের গম্বুজটির মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ করতে পারে। ইরানের আইয়ান স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী দু'টি ৪৮ মিটার উচ্চতার মিনার রয়েছে মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে। গম্বুজ এবং দ্বৈত মিনারগুলির অগ্রভাগে তিনটি গোলক শোভা পাচ্ছে যার উপরে তারা এবং অর্ধচন্দ্র যুক্ত রয়েছে। মসজিদটি ইন্দোনেশিয়া এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সংহতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাই মিনার দু'টি দুই জাতির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত এবং অন্যান্য সালাত আদায় ছাড়াও ইস্তিকলাল মসজিদে আল কুরআন শেখার জন্য শিশু-কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের জন্য একটি নিয়মিত মক্তব রয়েছে। মক্তব পরিচালনার পাশাপাশি এই মসজিদে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও মসজিদে শরিয়াহ ভিত্তিক বিবাহ সম্পাদন করা হয়। মসজিদটিতে ইন্দোনেশীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বসনিয়ার ইসলামী স্থাপনা প্রকল্প ব্যুরো'র কার্যালয় রয়েছে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে– তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। *–ইবনু হিব্বান- মা. শা., হা. ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা. শা., হা. ১৬৬১*

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:১৭
০২	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৫	০৭:১৫
০৪	০৪:৩১	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৭:১৪
০৫	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১০	০৫:৪৩	০৭:১৩
০৬	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:০৯	০৫:৪২	০৭:১২
০৭	০৪:৩২	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪১	০৭:১১
০৮	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৪০	০৭:১০
০৯	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৩৯	০৭:০৯
১০	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৭:০৮
১১	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৭:০৭
১২	০৪:৩৪	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৩	০৪:৩৫	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৪	০৪:৩৫	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৫	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৭	০৪:৩৬	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩২	০৭:০২
১৮	০৪:৩৭	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩১	০৭:০১
১৯	০৪:৩৭	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩০	০৭:০০
২০	০৪:৩৮	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৫৯
২১	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৫৮
২২	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৮	০৬:৫৮
২৩	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৫৭
২৪	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৫৬
২৫	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৬	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৭	০৪:৪০	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৪	০৬:৫৪
২৮	০৪:৪১	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
২৯	০৪:৪১	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
৩০	০৪:৪২	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৪:৪২	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১

এক নজরে সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৪ বর্ষে প্রকাশিত বিষয়সমূহ

ক. আল কুরআনুল হাকীম

ক্রম:	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	অধিক সুবিধা কল্যাণকর নাও হতে পারে	ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	০১-০২
০২	অদৃশ্যের কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর	শাইখ আব্দুল মু'মিন বিন আব্দুল খালিক	০৫-০৬
০৩	সত্য প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	০৯-১০
০৪	বিজয়ের মাসে প্রকৃত বিজয় ভাবনা	শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	১৩-১৪
০৫	সুদৃঢ় ঈমান ও তার প্রতিফল	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৭-১৮
০৬	কেন আমাদের এত সম্মান ও মর্যাদা!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২১-২২
০৭	আসছে তাক্বওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৫-২৬
০৮	যাকাত ও তার বন্টননীতি	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৭-২৮
০৯	ক্বদ্‌র রাতের মর্যাদা	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	২৯-৩০
১০	পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম স্থাপনা	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৩-৩৪
১১	কুরবানী আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৭-৩৮
১২	ইসলামে হারাম মাসসমূহ ও আমাদের করণীয়	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	৪১-৪২
১৩	বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বিমুক্তরাই প্রকৃত নির্বোধ	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	৪৫-৪৬
১৪	পরিতৃপ্ত আত্মার গন্তব্য	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৭-৪৮
১৫	দান-সাদাক্বার উপকারিতা	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৯-৫০

খ. হাদীসুর রাসূল

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	পাঁচটি কর্মের অনিবার্য প্রতিফল	মো. আব্দুল মালেক মাদানী	০৩-০৪
০২	কুরআন মাজীদের নির্দেশনা অনুযায়ী হাদীস মানা বাধ্যতামূলক	মো. আব্দুল মালেক মাদানী	০৭-০৮
০৩	মানব সৃষ্টির রহস্য ও তাকদীর প্রসঙ্গ	আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী	১১-১২
০৪	সম্পদের সীমাহীন অভিলাষ ধ্বংসের অনিবার্য পথ	আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক	১৫-১৬
০৫	শিশু শিক্ষা : পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি	মো. আব্দুল মালেক মাদানী	১৯-২০
০৬	সিয়াম : দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	২৩-২৪
০৭	রামাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৭-২৮
০৮	কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩১-৩২
০৯	যিলহজ্জ মাসের ফযীলত ও 'আমল	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩৫-৩৬
১০	আশুরার সিয়াম	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩৯-৪০
১১	মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ের গুরুত্ব	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৩-৪৪
১২	রাগ নিয়ন্ত্রণকারীই প্রকৃত বীর	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৭-৪৮
১৩	চারটি মহৎ গুণ	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৯-৫০

গ. সম্পাদকীয়

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	বিশ্ব হিফ্জ প্রতিযোগিতা: একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা	০১-০২
০২	চলতি সেশনের প্রথম কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সভা সু-সম্পন্ন	০৩-০৪
০৩	নিত্যপ্রয়োজন ও উচ্চাভিলাষ	০৫-০৬
০৪	২০২২ শিক্ষাবর্ষ শেষের পথে : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা	০৭-০৮
০৫	সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধ সময়ের অপরিহার্য দাবি	০৯-১০
০৬	ব্যবসায়-বাণিজ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির পরিণাম	১১-১২
০৭	সৌদি রাজকীয় অতিথি হিসেবে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ	১৩-১৪
০৮	নৈতিক শিক্ষা সময়ের অপরিহার্য দাবি	১৫-১৬
০৯	বিবর্তনবাদ ও অপসংস্কৃতির ভয়াল গ্রাস : আমরা কোন্ পথে?	১৭-১৮
১০	আহলে হাদীসের রাজনৈতিক দর্শন	১৯-২০
১১	আমরি বাংলা ভাষা / আহলে হাদীসগণ কোন দলের?	২১-২২
১২	দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল হউক!	২৩-২৪
১৩	এবারের মহাসম্মেলন আগামীর মাইলফলক	২৫-২৬
১৪	উদাস মনে খুঁজি যারে	২৭-২৮
১৫	'ইবাদতে ধারাবাহিকতা কল্যাণ প্রত্যাশির পরিচয়	২৯-৩০
১৬	বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ধারাবাহিক সাফল্যের বাতিঘর 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি' অনুমোদিত	৩১-৩২
১৭	বিবেকের দর্পণ	৩৩-৩৪
১৮	পবিত্র হজ্জ তাওহিদী চেতনার উন্মেষ	৩৫-৩৬
১৯	কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা	৩৭-৩৮
২০	সৌদি রাজকীয় ঊষ্ণ সংবর্ধনায় মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি	৩৯-৪০
২১	আশুরায়ে মুহার্‌রাম ও আমাদের ভাবনা	৪১-৪২
২২	ফাতাওয়ার বাজার গরম : জাতির করণীয় কী?	৪৩-৪৪
২৩	ঐতিহ্যের স্মারক সাপ্তাহিক আরাফাত	৪৫-৪৬
২৪	আত্মভোলা মানুষকে পথ দেখাবে কে?	৪৭-৪৮
২৫	নারীর পর্দাহীনতা এক ধরনের অসভ্যতা	৪৯-৫০

ঙ. প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	তাওহীদ ও 'আক্বীদাহ্ বর্ণনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)'র অবদান	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	০১-০২
০২	হৃদয়গ্রাহী দাওয়াতি কৌশল : একটি পর্যালোচনা	কে. এম. আব্দুল জলিল	০১-০২
০৩	তাওহীদ ও 'আক্বীদাহ্ বর্ণনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)'র অবদান	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	০৩-০৪
০৪	হাদীস অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি সন্দেহ ও তার জবাব	শাইখ আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী	০৩-০৪
০৫	কুরআনের পাতায় নিজেকে খুঁজি	ড. শহীদুল ইসলাম ফারুকী	০৩-০৪
০৬	আল কুরআনের আলোকে মানুষের মৌলিক চাহিদা	প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী	০৫-০৬
০৭	হাদীস অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও তার জবাব	শাইখ আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী	০৫-০৬

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০৮	ইসলামী উত্তরাধিকার আইন : পরিচয়, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য	ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	০৫-০৬
০৯	উর্দু ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ	প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী	০৭-০৮
১০	শিশুর জন্মের পর করণীয়	প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	০৭-০৮
১১	আল কুরআনে প্রাণিবিজ্ঞানের ধারণা	ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	০৭-০৮
১২	আল কুরআনে আখিরাতের বিবরণ	কে. এম. আব্দুল জলিল	০৯-১০
১৩	জাদুটোনা ও তা থেকে বাঁচার শারয়ী' উপায়সমূহ	মূল : ড. আব্দুল বাসেত মোহাম্মাদ খালীল, ভাষান্তর : তাওহীদ বিন হেলাল	০৯-১০
১৪	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১১-১২
১৫	কবরের প্রশ্ন ও 'আযাব	ডা. সুলতান আহমদ	১১-১২
১৬	কে বা কারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী	মো. আবুল খায়ের	১১-১২
১৭	রিজাল-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কি?	প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম	১১-১২
১৮	ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে সালাতের ভূমিকা	কে এম আব্দুল জলিল	১৩-১৪
১৯	জ্ঞানী কে?	ডা. সুলতান আহমদ	১৩-১৪
২০	মহান আল্লাহর উপর ভরসা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	ড. এ. এস. এম আজিজুল্লাহ	১৩-১৪
২১	রিজালশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কি?	প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম	১৩-১৪
২২	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৫-১৬
২৩	পারস্পরিক সহযোগিতা মহৎ কাজ	এস. এম. আব্দুর রউফ	১৫-১৬
২৪	অপবাদ	ডা. সুলতান আহমদ	১৫-১৬
২৫	মহান আল্লাহর উপর ভরসা একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	ড. এ. এস. এম আজিজুল্লাহ	১৫-১৬
২৬	বিপদে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	শাইখ আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম	১৫-১৬
২৭	রিজালশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কি?	প্রকৌশলী মো. আরিফুল ইসলাম	১৫-১৬
২৮	ডারউইনিজম বা বিবর্তনবাদ একটি অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব ও ভ্রান্ত তথ্য	সংকলন ও সম্পাদনায় : প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম	১৭-১৮
২৯	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৭-১৮
৩০	জান্নাত ও এর স্তরবিন্যাস	কে. এম. আব্দুল জলিল	১৭-১৭
৩১	দা'ওয়াহ ও তাবলীগের গুরুত্ব	মো. হাসিম আলী	১৭-১৮
৩২	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৯-২০
৩৩	মি'রাজ : একটি পর্যালোচনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৯-২০
৩৪	মৃত্যুর পরে আত্মার ঠাঁই কোথায়?	ডা. সুলতান আহমদ	১৯-২০
৩৫	সন্তান লালন-পালনে বাবা-মায়ের করণীয়	মো. আরিফুর রহমান	১৯-২০
৩৬	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে বরাত উদযাপনের হুকুম	মূল : শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ), ভাষান্তর : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান	২১-২২
৩৭	বিশ্বনবী (ﷺ)-এর সমাজ সংস্কারের রূপরেখা	কে. এম. আব্দুল জলিল	২১-২২
৩৮	মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা	মো. গিয়াসুদ্দীন	২১-২২
৩৯	আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা	মাক্বসুদুর রহমান	২১-২২
৪০	কিয়ামতের ভয়ংকর প্রকম্পন	ডা. সুলতান আহমদ	২১-২২
৪১	তুরস্ক-সিরিয়ার ভূমিকম্প আমাদের সতর্কবার্তা	আব্দুল মুমিন	২১-২২
৪২	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৩-২৪

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৪৩	হারাম উপার্জনে হালালের পরিণতি	মুহাম্মদ গোলাম রহমান	২৩-২৪
৪৪	তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	মূল : সউদ বিন আব্দুল মুহ্সিন আস সায়েদী, অনুবাদ : আহমাদ রফিক	২৩-২৪
৪৫	মাহে রামাযান আত্মশুদ্ধির সঠিক সময়	অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	২৫-২৬
৪৬	জান্নাত : অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	২৫-২৬
৪৭	সওমে রামাযান : জরুরি মাসায়েল	মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম	২৫-২৬
৪৮	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৭-২৮
৪৯	লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শবে ক্বদ্‌র কোন রাতটি?	মাকসুদুর রহমান	২৭-২৮
৫০	মাহে শাওয়াল : গুরুত্ব ও করণীয়	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক	২৯৩০
৫১	সুলতানি আমলে বাংলায় উৎসব : ঈদুল ফিত্‌র প্রসঙ্গ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৯-৩০
৫২	যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন : কিছু প্রস্তাব	প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী	২৯-৩০
৫২	সুন্নাহর আলোকে ফিতরা আদায়ের সঠিক সময়	আবু লাবীবা মুহাম্মাদ মাকসুদ	২৯-৩০
৫৪	মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	তানযীল আহমাদ	২৯-৩০
৫৫	পাপের শাস্তি অনিবার্য	মো. আবু তালেব হীরা বিন মুনসুর আলী	২৯-৩০
৫৬	বিপদের বন্ধু তৈরি করুন	মো. খাশিউর রহমান বিন মুনসুর আলী	২৯-৩০
৫৭	তুহফায়ে যাইফুর রহমান	আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	৩১-৩২
৫৮	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সঠিক সময় ও নির্দেশনা	প্রকৌশলী মুহা. আরীফুল ইসলাম	৩১-৩২
৫৯	পবিত্র হজ্জ : সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত	মোহাম্মদ আব্দুল জলিল খান	৩৩-৩৪
৬০	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ	শাইখ মুহা. বিন সালে আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)	৩৩-৩৪
৬১	কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার	এস. এম আব্দুর রউফ	৩৩-৩৪
৬২	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৫-৩৬
৬৩	কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার	এস. এম আব্দুর রউফ	৩৫-৩৬
৬৪	নেপালে বাঙালি মুসলমানদের বসতি : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৭-৩৮
৬৫	কুরবানীর পশু জবেহর সঠিক পদ্ধতি ও উত্তম সময়	আবু মুহান্নাদ	৩৭-৩৮
৬৬	ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান	অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান	৩৭-৩৮
৬৭	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৯-৪০
৬৮	জীবিতদের যেসব 'আমল দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৩৯-৪০
৬৯	দাজ্জালের আবির্ভাব ও মহানবী (ﷺ)-এর বাণী	ডা. সুলতান আহমদ	৩৯-৪০
৭০	মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ : বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির অপরিহার্যতা	এম. এ মতিন	৩৯-৪০
৭১	ইসলামের পঞ্চম খলীফার হাদীস সংগ্রহ অভিযান	অধ্যাপিকা হাফিজা লোকমান	৩৯-৪০
৭২	নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪১-৪২
৭৩	আল কুরআনে একটি ঘটনা ও কিছু শিক্ষা	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৪১-৪২
৭৪	গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ : পরিণতি ভয়াবহ	আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	৪১-৪২
৭৫	ইন্‌শা-আল্লাহ না বলার কুফল	ডা. সুলতান আহমদ	৪১-৪২
৭৬	বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৪১-৪২

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৭৭	ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম	৪৩-৪৪
৭৮	মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৩-৪৪
৭৯	বিদআতের সরলাংক	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	৪৩-৪৪
৮০	শরীরে ট্যাটু অঙ্কন ও শরঈ বিধান	আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	৪৩-৪৪
৮১	বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৪৩-৪৪
৮২	মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৫-৪৬
৮৩	মৃত্যুর বৃত্তান্ত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৫-৪৬
৮৪	কিয়ামতের দিন আল্লাহ যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না	এম. আব্দুর রাকীব মাদানী	৪৫-৪৬
৮৫	মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৭-৪৮
৮৬	ইসলামী শিক্ষা একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা	আবূ ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	৪৭-৪৮
৮৭	মৃত্যুর বৃত্তান্ত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৭-৪৮
৮৮	নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু	মো. হারুনুর রশিদ	৪৭-৪৮
৮৯	মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৯-৫০
৯০	মৃত্যুর বৃত্তান্ত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৯-৫০
৯১	নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু	মো. হারুনুর রশিদ	৪৯-৫০

চ. ক্বাসাসুল কুরআন/হাদীস

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন রাসূল (ﷺ)	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০১-০২
০২	ইফকের ঘটনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৩-০৪
০৩	রাতে ফেরেশ্তাদের পাহারাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৫-০৬
০৪	আসহাবুল ফীল-এর ঘটনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৭-০৮
০৫	ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ও তিনটি মিথ্যা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৯-১০
০৬	সূরা 'আবাসা ও এক অন্ধ সাহাবীর গল্প	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১১-১২
০৭	মাসীহ দাজ্জালের ফিত্নার ন্যায় কবরের ফিতনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৩-১৪
০৮	সূরা আল বুরূজ-এ বর্ণিত আসহাবুল উখদুদের ঘটনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৫-১৬
০৯	এক ব্যক্তির একটি পত্রের জওয়াব	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৭-১৮
১০	গাভীর একটুকরো গোশ্তে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের এক বিস্ময়কর ঘটনা!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৯-২০
১১	নেক 'আমলের ওসিলা দিয়ে দু'আ করা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২১-২২
১২	ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-জুলায়খার কাহিনী ও আমাদের সমাজ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৩-২৪
১৩	শহীদ, 'আলেম ও দানবীরের পরিণাম যখন জাহান্নাম	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৫-২৬
১৪	১৭ই রামাযান : আল্লাহর রহমতে সিক্ত বদরের ময়দান	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৭-২৮
১৫	সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর বিচক্ষণতা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৯-৩০
১৬	রাসূল (ﷺ)-এর উপর প্রথম ওহী নাযিল	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩১-৩২
১৭	মহান আল্লাহর উপর ভরসাকারী জনৈক মহিলা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৩-৩৪
১৮	পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৫-৩৬

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
১৯	ওহশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হত্যার ক্ষতিপূরণ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৭-৩৮
২০	মূসা (আলাইহিস সালাম) ও খাযির (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৯-৪০
২১	জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মেহমানদারী	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪১-৪২
২২	বাগান মালিক ও তার সন্তানদের ঘটনা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৩-৪৪
২৩	মহান আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিসের গুরুত্ব	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৫-৪৬
২৪	সেদিন আবরাহার বাহিনী'র সঙ্গে কি ঘটেছিল!	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৭-৪৮
২৫	রাসূলের দরবারে প্রশ্নকারী হিসেবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৯-৫০

ছ. বিশেষ মাসায়িল

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ কোন্‌টি ০৯ না ১২ রবিউল আউয়াল?	০১-০২
০২	মৃতের গোসল ও কাফন : সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি কোনটি?	০৫-০৬
০৩	লাল বা হলুদ রংয়ের পোশাক পুরুষের জন্য কি হারাম	০৯-১০
০৪	মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথা সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী?	১৩-১৪
০৫	সালাতুয্ যাওয়াল কি সুন্নাহসম্মত	১৭-১৮
০৬	রুকিয়াহ্র দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা গোসল করা কি বৈধ	২১-২২
০৭	তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের পার্থক্য? আট না-কি বিশ রাকআত?	২৫-২৬
০৮	রামাযানের ফর্‌য সিয়ামের পর নির্ধারিত নফল সিয়ামসমূহ কী কী?	২৯-৩০
০৯	ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ইসলাম	৩৩-৩৪
১০	কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নাকি সুন্নত? কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য দান করা যাবে কি?	৩৭-৩৮
১১	নিকাহে শিগার বা ক্রসিং বিয়ে কী বৈধ	৪১-৪২
১২	একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকলেই কি অটো তালাক হয়ে যায়?	৪৫-৪৬
১৩	অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি বসে ইমামতি করতে পারবে কি?	৪৯-৫০

জ. প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	খুতবাহ্ চলাকালে লালবাতি জ্বালিয়ে রাখা	০৩-০৪
০২	প্রচলিত পাঁচ কালিমা ও ঈমানে মুজমাল-ঈমানে ফুফাসসাল?	০৭-০৮
০৩	দরুদে হাজারী একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	১১-১২
০৪	একঘন্টা 'ইল্‌ম চর্চা করা ষাট বছরের নফল 'ইবাদততুল্য?	১৫-১৬
০৫	রজব মাস : ভ্রান্ত 'আমল থেকে সাবধান	১৯-২০
০৬	ভ্রান্তির আবর্তে সওমে রামাযান	২৩-২৪
০৭	মধ্য রামাযানে ইমাম মাহদীর আগমন ও পূর্ব আকাশে বিকট শব্দ প্রসঙ্গ	২৭-২৮
০৮	হজ্জে অজ্ঞতাবশত ভুল-ত্রুটি	৩১-৩২
০৯	ঈদে কুরবান : কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি	৩৫-৩৬
১০	পীর বা আমীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ	৩৯-৪০

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
১১	পিতা-মাতার কবরে সূরা ইয়া-সীন তিলাওয়াত করা	৪৩-৪৪
১২	নবী-তনয়া ফাতিমাহ্'র গৃহে জান্নাতের খাবার?	৪৭-৪৮

ঝ. অন্যান্য

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	সাহাবা-চরিত : খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০১-০২
০২	বিশেষ প্রতিবেদন : মাসজিদ নির্মাণে একজন নারীর অবিস্মরণীয় অবদান	মো. আবুল খায়ের	০১-০২
০৩	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : মুখ : মানবদেহের শো-রুম	মো. হারুনুর রশীদ	০১-০২
০৪	কিশোর ভুবন : প্রথম কিশোর সংগঠন	আবু তাসনীম	০১-০২
০৫	নিভৃত ভাবনা : আদর্শ শিক্ষক : জাতির উজ্জ্বল কাণ্ডারী	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	০১-০২
০৬	পাঠকের কলাম : মাজার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	আরাফাত মোহাম্মদ	০১-০২
০৭	বিশেষ প্রতিবেদন : ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস সেকাল-একাল	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৩-০৪
০৮	সাহাবা-চরিত : ত্বালহাহ্ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)	আব্দুল মতিন বিন আব্দুল জব্বার	০৩-০৪
০৯	আত্মগঠন : শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী শিক্ষার্থী মনোযোগ ফেরাতে করণীয়	মো. আরিফুর রহমান	০৩-০৪
১০	নিভৃত ভাবনা : আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে নববী পন্থা	আহমাদ রফিক	০৩-০৪
১১	বিশেষ প্রতিবেদন : ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস : সেকাল-একাল	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৫-০৬
১২	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : রক্ত : মানবদেহের চালিকাশক্তি	মো. হারুনুর রশিদ	০৫-০৬
১৩	কিশোর ভুবন : 'ইল্‌মের পরিপূর্ণতায় এক তরুণ	আবু তাসনীম	০৫-০৬
১৪	নিভৃত ভাবনা : ইসলামের দৃষ্টিতে যোগ্য প্রশিক্ষক যেন আলোকিত বাতিঘর	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	০৫-০৬
১৫	বিশেষ প্রতিবেদন : ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস : সেকাল-একাল	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৭-০৮
১৬	আলোকিত জীবন : বিশ্বখ্যাত সংস্কারক মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ)	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	০৭-০৮
১৭	মহিলাজগত : নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ইসলাম	ড. শহীদুল ইসলাম ফারুকী	০৭-০৮
১৮	ইতিহাস-ঐতিহ্য : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আহলে হাদীস উলামা	আহমাদ রফিক	০৭-০৮
১৯	সাহাবা-চরিত : খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৯-১০
২০	সমাজ চিন্তা : ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফর	এস. এম. আব্দুর রউফ	০৯-১০
২১	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : কুরআন, হাদীস ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে হৃৎপিণ্ড : মানবদেহের পাম্প মেশিন	মো. হারুনুর রশিদ	০৯-১০
২২	কিশোর ভুবন : ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রবাদ পুরুষ	আবু তাসনীম	০৯-১০
২৩	নিভৃত ভাবনা : এক সকালে	লেখক : আল আমীন বিন সুরুজ	০৯-১০

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
২৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা : দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস ও আমাদের করণীয় : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১১-১২
২৫	আলোকিত জীবন : ইসলাম ও জনসেবায় মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ-এর অবদান	মো. জাকারিয়া সওদাগর	১১-১২
২৬	মহিলাজগত : কন্যাসন্তানের মর্যাদা	আবু মুহান্নাদ	১১-১২
২৭	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : কুরআন হাদীস ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে হৃৎপিণ্ড : মানবদেহের পাম্প মেশিন	মো. হারুনুর রশিদ	১১-১২
২৮	আত্মগঠন : শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী পাঠদান	মো. আরিফুর রহমান	১১-১২
২৯	ভ্রমণবৃত্তান্ত : এই সেই বিলাত	প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম	১৩-১৪
৩০	সাহাবা-চরিত : 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি./২৪-৩৫ হি.)	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৩-১৪
৩১	সমাজচিন্তা : ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফর	এস. এম. আব্দুর রউফ	১৩-১৪
৩২	কিশোর ভুবন : আল্লাহর বিশেষ এক নিয়ামত : আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস	আব্দুল মোহাইমিন সা'আদ	১৩-১৪
৩৩	নিভৃত ভাবনা : স্মৃতিতে রোমন্থন : সাপ্তাহিক আরাফাত ও জমঈয়তে আহলে হাদীস	মো. আরিফুর রহমান	১৩-১৪
৩৪	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : কান : শ্রবণ শক্তির কেন্দ্র	মো. হারুনুর রশিদ	১৫-১৬
৩৫	সমাজচিন্তা : নাম (Name)	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৫-১৬
৩৬	সাহাবা-চরিত : বুক চিরে কলিজা চিবানোর নির্মম বৃত্তান্ত	আব্দুল মুমিন	১৭-১৮
৩৭	সমাজচিন্তা : অচর্চিত-অজানা ইতিহাস সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে মুসলিম শাসকদের অবদান	আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	১৭-১৮
৩৮	প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়	এস. এম. আব্দুর রউফ	১৭-১৮
৩৯	মহিলাজগৎ : সভ্যতার মানদণ্ডে নারীর পোশাক	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	১৭-১৮
৪০	নিভৃত ভাবনা : পাঠ্যবই– ২০২৩ : আলোচনা সমালোচনা	মো. আরিফুর রহমান	১৭-১৮
৪১	ভ্রমণবৃত্তান্ত : এই সেই বিলাত	প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম	১৯-২০
৪২	সমাজচিন্তা : ভ্যালেন্টাইনস ডে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস	মাক্বসুদুর রহমান	১৯-২০
৪৩	মহিলাজগৎ : ইসলাম নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে	শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী	১৯-২০
৪৪	ইতিহাস-ঐতিহ্য : সর্বপ্রাচীন গৃহ কাবার ইতিকথা	মুহাম্মদ আব্দুস শাকুর	১৯-২০
৪৫	বিস্ময়-বৈচিত্র : দেহকোষ : মানবদেহের মৌচাক	মো. হারুনুর রশিদ	১৯-২০
৪৬	সাহাবা-চরিত : 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি./২৪-৩৫ হি.)	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২১-২২
৪৭	নিভৃত ভাবনা : ইসলামের আলোকে মাতৃভাষার গুরুত্ব-তাৎপর্য এবং ভাষাসৈনিকদের সম্মান-মর্যাদা	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	২১-২২
৪৮	কিশোর ভুবন : এসো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি	আবু তাসনীম	২১-২২
৪৯	আলোকিত জীবন : মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরী : তাফসীর চর্চায় তাঁর অবদান	প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী	২৩-২৪
৫০	নিভৃত ভাবনা : তিন বন্ধুর গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ	আব্দুর রউফ	২৩-২৪
৫১	মহিলাজগৎ : বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতায় নারী ও তার অধিকার	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৩-২৪
৫২	ইতিহাস-ঐতিহ্য : মুসলিম জাতির ভারত শাসন (৭১২-১৮৫৭ খ্রি.) প্রায় ১১৪৫ (এক হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ) বছর	মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	২৩-২৪

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৫৩	সাহাবা-চরিত : 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি./২৪-৩৫ হি.)	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৫-২৬
৫৪	সমাজচিন্তা : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক	মো. আরিফুর রহমান	২৫-২৬
৫৫	কিশোর ভুবন : মহান আল্লাহর উপর ভরসা	আবু তাসনীম	২৫-২৬
৫৬	আলোকিত জীবন : আল্লামাতুশ শাম শাইখ মুহাম্মদ বাহজাহ আল বায়তার (রহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক	২৭-২৮
৫৭	সমাজচিন্তা : পহেলা বৈশাখ : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	আবু লাবীবা	২৭-২৮
৫৮	নিভৃত ভাবনা : ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা নৈতিকতার অবক্ষয়	মো. আরিফুর রহমান	২৭-২৮
৫৯	মহিলাজগৎ : "মা" পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজনই	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	২৭-২৮
৬০	সাহাবা-চরিত : আবূ যার্ গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন কথা	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	২৯-৩০
৬১	সমাজচিন্তা : পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসব এবং সমাজ চিত্র	কে এম আব্দুল জলিল	২৯-৩০
৬২	কিশোর ভুবন : হাতিব ইবনু আবী বালতায়া : এক বদরী সাহাবীর ঘটনা	আবু তাসনীম	২৯-৩০
৬৩	আলোকিত জীবন : প্রফেসর ড. এম এ বারী (রহিমাহুল্লাহ) ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩১-৩২
৬৪	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : জিহ্বা : হৃদয়ের দরজা	মো. হারুনুর রশিদ	৩১-৩২
৬৫	মহিলাজগৎ : মুসলিম মহিলাদের জন্য উত্তম আদর্শ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৩১-৩২
৬৬	আলোকিত জীবন : প্রফেসর ড. এম এ বারী (রহিমাহুল্লাহ) ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৩-৩৪
৬৭	সমাজচিন্তা : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক	মো. আরিফুর রহমান	৩৩-৩৪
৬৮	ইতিহাস-ঐতিহ্য : কায়রো : ইসলামী ঐতিহ্যের নিদর্শন	আল আমীন বিন সুরুজ	৩৩-৩৪
৬৯	পরামর্শ : হজ্জের জন্য নিজকে প্রস্তুত করুন	আরাফাত ডেস্ক	৩৩-৩৪
৭০	কিশোর ভুবন : পাহাড়ের গুহায় বিপদগ্রস্ত তিন ব্যক্তি	আবু তাসনীম	৩৩-৩৪
৭১	সমাজচিন্তা : ধূমপান মারণটান	প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	৩৫-৩৬
৭২	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু	মো. হারুনুর রশিদ	৩৫-৩৬
৭৩	মহিলাজগৎ : একজন মুসলিম রমণীর চরিত্র যেমন হওয়া উচিত	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৩৫-৩৬
৭৪	আত্মগঠন : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক	মো. আরিফুর রহমান	৩৫-৩৬
৭৫	নিভৃত ভাবনা : কুরবানীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে	মো. আরফাতুর রহমান (শাওন)	৩৫-৩৬
৭৬	সমাজচিন্তা : ইসলামে বৃক্ষরোপণ অন্যতম সাদাক্বায়ে জারিয়াহ	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হুদা	৩৭-৩৮
৭৭	আত্মগঠন : মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক	মো. আরিফুর রহমান	৩৭-৩৮
৭৮	বিস্ময়-বৈচিত্র : ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু	মো. হারুনুর রশিদ	৩৭-৩৮
৭৯	ইতিহাস-ঐতিহ্য : ঐতিহাসিক গাদীরে খুম খ্রিষ্টানদের সাথে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুবাহালা	শেখ আহসান উদ্দিন	৩৭-৩৮
৮০	কিশোর ভুবন : উম্মে মাবাদের তাঁবুতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	আবু তাসনীম	৩৭-৩৮
৮১	সমাজচিন্তা : বিবাহ ও উকিল বাবা প্রসঙ্গ	আবু মুহান্নাদ	৩৯-৪০
৮২	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : ক্বলব বা অন্তর : মানবদেহের কেন্দ্রবিন্দু	মো. হারুনুর রশিদ	৩৯-৪০
৮৩	মহিলাজগৎ : হিজাব-পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেপথ্য	মীযান মুহাম্মদ হাসান	৩৯-৪০
৮৪	সমাজচিন্তা : শিক্ষার্থী নিপীড়ন (ইঁষষুরহম) বন্ধে	মো. আরিফুর রহমান	৪১-৪২

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
	আজই সচেতন হোন		
৮৫	ইতিহাস-ঐতিহ্য : শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা	সহকারী অধ্যাপক মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম	৪১-৪২
৮৬	কিশোর ভুবন : সা'ঈদ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র লোমহর্ষক কাহিনী	আবু তাসনীম	৪১-৪২
৮৭	ইতিহাস-ঐতিহ্য : শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা	সহকারী অধ্যাপক মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম	৪৩-৪৪
৮৮	মহিলা জগৎ : ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৪৩-৪৪
৮৯	সমাজচিন্তা : রাগ নয় অনুরাগে সফলতা	সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী	৪৫-৪৬
৯০	বিস্ময়-বৈচিত্র্য : নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু	মো. হারুনুর রশিদ	৪৫-৪৬
৯১	কিশোর ভুবন : জান্নাতে একটি বাগানের বিনিময়ে খেজুরের বাগান দান	আবু তাসনীম	৪৫-৪৬
৯২	আলোকিত জীবন : মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল সালাফী জীবন ও কর্ম	তানযীল আহমাদ	৪৭-৪৮
৯৩	সমাজচিন্তা : প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন চাই	মো. আরিফুর রহমান	৪৭-৪৮
৯৪	কিশোর ভুবন : সততার দৃষ্টান্ত	আবু ফাইয়ায	৪৯-৫০

ঞ. জমঈয়ত সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল / খুলনা জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর / বগুড়ার সোনাতলায় আলোচনা সভা	০৩-০৪
০২	মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ মীরপুরের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / রাজশাহী জেলা জমঈয়তের বিশেষ সভা / রংপুর জেলা জমঈয়তের মাসব্যাপী তাবলিগি কর্মসূচি / নাটোর জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের কর্মসূচি / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম	০৫-০৬
০৩	নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল / বৃহত্তর বরিশালের ছয়টি জেলাতে তাবলীগী সফর / বাগেরহাট সদর জমঈয়তের কর্মসূচি	০৭-০৮
০৪	পাবনা জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল / সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রম / বাগেরহাট জমঈয়তের কর্মতৎপরতা	০৯-১০
০৫	ঝিনাইদহে জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা / বাগেরহাট সদর জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম	১১-১২
০৬	মাদরাসা আল মাহাদ আস সালাফীর প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর	১৫-১৬
০৭	বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন / জামালপুর জেলা জমঈয়ত সংবাদ / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন	১৭-১৮
০৮	পাথরঘাটা (বলফিল্ড) আহলে হাদীস জামে মসজিদে শাখা গঠন / ঝিনাইদহে কেসমত-ঘোড়াগাছা শাখা জমঈয়ত কমিটি গঠন	১৯-২০
০৯	খুলনা জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সভা / নাটোর জেলা জমঈয়তের সম্মেলন / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক সফর	২৩-২৪

১০	খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত / রমযানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম / যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় চূড়ান্ত হিফয প্রতিযোগিতা	২৭-২৮
১১	রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা ও ইফতার মাহফিল / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের আলোচনা সভা	২৯-৩০
১২	সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি / খুলনা জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি / মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠন	৩৩-৩৪
১৩	শেরপুর জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল / মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির সাতক্ষীরা সফর / রসুলপুর এলাকায় জমঈয়তের তাবলীগী কর্মসূচি	৩৫-৩৬
১৪	সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির হজ্জ সফর / মুন্সিগঞ্জে মসজিদ উদ্বোধন / তালীমী বোর্ডের বিভাগীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ (চট্টগ্রাম বিভাগ) / সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের পরিচিতি ও মত বিনিময় সভা	৩৭-৩৮
১৫	গাজীপুরে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হজ্জ প্রশিক্ষণ / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম	৩৭-৩৮
১৬	বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে সাংগঠনিক সফর	৪৩-৪৪
১৭	সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক সেমিনার শেষে জমঈয়ত সভাপতির দেশে প্রত্যাবর্তন / গাজীপুরে মসজিদ ও মাদ্‌রাসা ভবন উদ্বোধন	৪৫-৪৬
১৮	ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মী সম্মেলন / খুলনা জেলা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা / জামালপুরের ইসলামপুরে নব-নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন	৪৭-৪৮
১৯	রংপুর জেলা জমঈয়তের উদ্যোগে ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা / ঢাকার গেন্ডারিয়ায় জমঈয়তের শাখা গঠন / সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত নেতাদের সাংগঠনিক সফর	৪৯-৫০

ঞ. শুব্বান সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	শুব্বানের দ্বিতীয় পুনর্মিলনী সভা সফলভাবে অনুষ্ঠিত / কুমিল্লা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল / বগুড়ায় শুব্বানের কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৩-০৪
০২	রাজশাহী জোনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা / দারুল হাদীস মাদ্‌রাসায় শুব্বানের শাখা গঠন / দিনাজপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন / গাজীপুর সদরে কেন্দ্রীয় শুব্বানের তাবলীগী সফর	০৫-০৬
০৩	মনোহরপুর শাখা শুব্বানের কাউন্সিল / ময়মনসিংহ জেলার ৩ উপজেলায় ১৭ মসজিদে শুব্বানের দাওয়াত ও তাবলীগী সফর সম্পন্ন	০৭-০৮
০৪	কেন্দ্রীয় শুব্বানের দাওয়াতি টিম জামালপুর জেলায় / শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / সাতক্ষীরায় শুব্বানের আলোচনা সভা ও শাখা গঠন / শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	০৯-১০
০৫	বগুড়া শেরপুর শুব্বান নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত / কেশবপুর-মনিরামপুর শুব্বানের সাংগঠনিক কর্মসূচি	১১-১২
০৬	দেশব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান / সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের সপ্তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	১৫-১৬
০৭	কেন্দ্রীয় শুব্বানের সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত / বগুড়া জেলা শুব্বান এর দ্বি বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	১৯-২০
০৮	কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল	২৯-৩০
০৯	শুব্বানের অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ	৩৩-৩৪
১০	ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল / সখিপুর উপজেলায় শুব্বানের তাবলীগী সফর	৩৫-৩৬

১১	জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত / পাবনা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল / শেরপুর জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	৪৫-৪৬
১২	কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত / মেহেরপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / নারায়ণগঞ্জে শুব্বানের সুধী সমাবেশ ও কমিটি গঠন / ময়মনসিংহ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল / দিনাজপুর জেলা শুব্বানের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী	৪৭-৪৮

ট. যারা ইন্তিকাল করেছেন

ক্রম	নাম	জেলা/উপজেলা/থানার নাম	সংখ্যা
০১	আলহাজ্জ আহমদ আলী গাজী	দক্ষিণ তলুইগাছা, সাতক্ষীরা	০১-০২
০২	এ্যাড. তমিজ উদ্দীন গাজী	দক্ষিণ তলুইগাছা, সাতক্ষীরা	০১-০২
০৩	মোহাম্মদ রেজাউল করীম	রসুলপুরগ্রাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	০১-০২
০৪	মাওলানা সাঈদুল হাসান আনসারী	রাজশাহী	০৭-০৮
০৫	মাওলানা আব্দুস সোবহান	পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা	১১-১২
০৬	মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের ভাই দীন মুহাম্মদ	মালিবাগ, বংশাল	১৫-১৬
০৭	মুহাম্মদ আলী খান ওরফে সিআই মুহাম্মদ	তেরখাদা, খুলনা	১৭-১৮
০৮	মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	হাড়িখালি মধ্যপাড়া, তেরখাদা, খুলনা	১৭-১৮
০৯	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীর পিতা জনাব এরশাদ আলী	সিরাজনগর, শেরপুর, বগুড়া	১৭-১৮
১০	মাওলানা মুহাম্মদ আসগর আলী	বাগেরহাট	১৯-২০
১১	নজরুল ইসলাম শেখ	নারকেলি চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা	২১-২২
১২	আব্দুল আজিজ মোন্ডল	সিরাজগঞ্জ	২১-২২
১৩	মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম		২৩-২৪
১৪	মুহাম্মদ মশিউর	দোর্মুটিয়া, কেশবপুর, যশোর	২৩-২৪
১৫	আলহাজ্জ মুহাম্মদ রফীজুল হক	পঞ্চগড়	২৭-২৮
১৬	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান	গাইবান্ধা	২৭-২৮
১৭	মো. রেজাউল করিম	কুপতলা, গাইবান্ধা	২৭-২৮
১৮	মুহাম্মদ কাজীম উদ্দীন		২৯-৩০
১৯	মাওলানা এমদাদুল হক	তরফসরতাজ, বগুড়া	৩১-৩২
২০	মোহাম্মদ শাহেদ আলী	আন্দারিয়াপাড়া, ময়মনসিংহ	৩৩-৩৪
২১	ডা. মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন	ঝিনাইদহ	৩৩-৩৪
২২	আব্দুর রহমান কারামীর বড়ো ছেলে (হাসান মাসউদ)	রাজশাহী (পশ্চিমাঞ্চল)	৩৭-৩৮
২৩	শাইখ শফিকুর রহমান বিন রেজাউল্লাহ আল মাদানী		৩৯-৪০
২৪	আলহাজ্জ এ. এস. এম সাইফুদ্দিন সরকার	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	৩৯-৪০
২৫	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	আলুকদিয়া, বাগেরহাট	৪৩-৪৪
২৬	মাওলানা মো. আব্দুল কাদের	শেরপুর	৪৫-৪৬
২৭	আলহাজ্জ আলাউদ্দিন মিয়া	পাবনা	৪৭-৪৮

ঠ. জিজ্ঞাসা উত্তর

X ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ড. প্রচ্ছদ পরিচিতি

ক্রম	নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী বল্লা আহলে হাদীস আল মুকাররম মসজিদ	মো. আব্দুস সাত্তার ইবনে ইমাম	০১-০২
০২	আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম আযান ধ্বনিত হয় কায়রুয়ান মসজিদ থেকে	আবু ফাইয়ায	০৩-০৪
০৩	ইন্দোনেশিয়ায় প্লাস্টিক বক্স দিয়ে নির্মিত হলো দৃষ্টিনন্দন মসজিদ	গ্রন্থনা : আবু ফাইয়ায	০৫-০৬
০৪	কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যপ্রাচ্যের সেরা বিদ্যাপীঠ	আবু ফাইয়ায	০৭-০৮
০৫	বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বগুড়ার খেরুয়া মসজিদ	আহমাদ রফিক	০৯-১০
০৬	নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ দেশের অন্যতম পুরাকীর্তি	আহমাদ রফিক	১১-১২
০৭	মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট কাতারে ছড়াচ্ছে জ্ঞানের আলো	আবু ফাইয়ায	১৩-১৪
০৮	কানাডার প্রথম মসজিদ ইবাদত ও খিদমতে খাল্‌কের কেন্দ্রবিন্দু	আবু ফাইয়ায	১৫-১৬
০৯	বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ	আবু ফাইয়ায	১৭-১৮
১০	ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল সাক্ষী মাসজিদ ক্বিবলাতাইন	আবু ফাইয়ায	১৯-২০
১১	বাংলায় ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু দারসবাড়ি	আহমাদ রফিক	২১-২২
১২	ভারতের হায়দ্রাবাদে ঐতিহাসিক মক্কা মসজিদ	আবু ফাইয়ায	২৩-২৪
১৩	ঐতিহাসিক খনিয়াদিঘি মসজিদ	আহমাদ রফিক	২৫-২৬
১৪	মহানবী (ﷺ) নির্মিত প্রথম মসজিদ মসজিদে কুবা	আহমাদ রফিক	২৭-২৮
১৫	ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ মসজিদুল আকসা	আহমাদ রফিক	২৯-৩০
১৬	পৃথিবীর প্রথম ঘর বায়তুল্লাহ বা কা'বা	আবু ফাইয়ায	৩১-৩২
১৭	নবীজির স্মৃতি বিজড়িত মাসজিদে নামিরাহ্	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩৩-৩৪
১৮	অলৌকিক পাথর মাকামে ইব্‌রাহীম	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩৫-৩৬
১৯	আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন সাফা ও মারওয়া	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩৭-৩৮
২০	মসজিদে গামামাহ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩৯-৪০
২১	মসজিদে বেলাল	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪১-৪২
২২	মসজিদে খায়েফ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪৩-৪৪
২৩	নাখোদা মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪৫-৪৬
২৪	বাইতুর রহমান গ্রান্ড মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪৭-৪৮
২৫	ইউরোপের ইস্তিকলাল মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪৯-৫০

আলহামদুলিল্লাহ ৬৪ বর্ষ সমাপ্ত